

ভাণ্ডার

ডিসেম্বর, ১৯৯৪

এই সংখ্যায় থাকছে—

ব্যাঙ্ক জুদের হার সরকার নির্ধারণ করবে না

— সুদীপ ঘোষ

সমবায় কৃষিক্ষেত্র সমিতির আকার ও কার্যক্রম

অরুণোদয় সরকার

এবং

ভাণ্ডার

ডিসেম্বর, নভেম্বর

১৯৯১-১৯৯৪

১৯৯১-১৯৯৪

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :

২৪এ, ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০২২

সমস্যায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিভাইদের কৃষি কাজের
চাহিদা মেটাতে এই ব্যাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে
সনাত্বে

- ★ এই ব্যাঙ্কে সব রকম আমানতের ওপর ১ শতাংশ বেশি সুখ পাবেন।
- ★ আপনার সকল 'ডিপোজিট ইনলিঙ্কডেড অ্যামে' সুরক্ষিত থাকবে।
- ★ 'সেভ ডিপোজিট লকারের' সুবিধাও আছে।
- ★ স্মেনে রাখবেন—এই ব্যাঙ্কে আপনার সকল শুধুমাত্র এই ব্যাঙ্কের
উন্নয়নের জন্যই ব্যয়িত হবে।
- ★ ক্যাপ শার্টিফিকেট অ্যামের আকর্ষণীয় সুযোগ গ্রহণ করুন।
- ★ ১৯১৮'সাল থেকে জাতির সেবার নিয়োজিত।

প্রাথমিক শাখা অফিস : ২৪এ, ওয়াটার্লু স্ট্রিট কলিকাতা-৭০০ ০২২

অগ্রান্ত শাখা অফিস : ভবানীপুর, কুমারবাড়ী, বেহালা, এন্ডালি, বেলিয়াখাটা,
পতিয়াখাটা, মোদপাড়া, হাতীবাগান, দিই আলিপুর ও চেন্দলা
উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও কোচবিহারে আরও
২১টি শাখা আছে।

দ্বিবা ও সাক্ষা শাখা : হিলকাট রোড, শিলিগুড়ি।

আয়ত্ত্ব মৰ্ত্ত্য স্থায্য: সকল
 আসুক সকল দিক থেকে।
 শূন্যস্থি বিশ্ব: শূন্য
 বিশ্বের লোক।
 বেদাহম: আমি জানি।



ভাণ্ডার পত্রিকা
 প্রতিষ্ঠিত: ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ
 ১০২৫ বঙ্গাব্দ

ডিসেম্বর, ১৯৯৪ সংখ্যা

বিবরণী

ভাণ্ডার পত্রিকার সম্পাদকসমূহ

মৌলভী হুমায়ুন ক্যাম	: সভাপতি
শমী কুণ্ড	: সহ-সভাপতি
ভাসিনাথ বসু	: সভ্য
ভাস রাহা	: সভ্য
গিরেন্দ্র কুমার বসু	: সভ্য
প্রদীপচন্দ্র বসু	: সভ্য
প্রা. নির্বাহী আধিকারিক :	সম্পাদক

সম্পাদক : মৌলভী হুমায়ুন ক্যাম

সম্পাদকীয়

ব্যাংক সঞ্চয়ের ব্যয় পরিকার নিৰ্ধারণ করবে না	: ৩
সবদায় কৃষিকার্য পরিচালিত আকার ও কার্যক্রম	: ৩
সাক্ষরতা বিষয়ক প্রোগ্রাম	: ৭
(ক) সাক্ষরতা অ্যাম্বলান ও সমাজসেবনা	: ১৭
(খ) সাক্ষরতার অ্যাম্বলান ও বর্ধমান জেলায়	: ১৭
অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ	: ১৯
(গ) সাক্ষরতা ও নারীমুক্তি	: ২০
(ঘ) সকল মানবকে সাক্ষর, স্বাধীন ও সচেতন	: ২০
করে তোলাই আমাদের লক্ষ্য	: ২৫
সমস্যা সমাধান	: ৩১



শ্রীমতী রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন
 ৭, নেতাজি সুভাষ রোড (৮ম তল)
 কলিকাতা - ৭০০ ০০১

PERCEPTION...

The average villager depends on the weather
and the money-lender for his existence.



REALITY...

Times have changed. The village scene has changed.
And the villager is now much more master of his own destiny.
Because today, farmers' co-operatives funded by NCDC through the state
governments have put up fertiliser plants, sugar mills, oilseed processing
units, spinning mills — even poultry hatcheries and fisheries — offering
growth potential and employment to the villagers.

From planning, promoting, guiding and supporting co-operative activities,
to setting up plants, to marketing and distribution of the produce.

NCDC is involved in practically every sphere of village life.

Of course, good weather will always be
important to village life.



National Co-operative Development Corporation

4, Sri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi-110 010

NCDC. The Co-operative story.

জালুরতার অভিযান

শূন্য ও বারহিবর ফেলে অবিকার নেই অর্থাৎ জ্ঞান অর্জনের অবিকার নেই। না, এ শূন্য জরুরকর্ম নয়, স্রেষ্ঠ বাস্তবের শূন্য থেকে সারা পৃথিবী জুড়েই জেগে এ বাবুজা—সেইসকলের কল্পিত পরসেই হোক বা অ্যারিস্টটলের কল্পিত সভ্যরাষ্ট্রই হোক। বস্তুত অবিকালে মানুষকে তার না রাখলে হৃদয়ের মানুষের পূর্ববৃত্তিই থাকে না। বিচার পরবর্তী গ্রাম্যের পরাবৃত্তি না করলে কবিত্বের রবীন্দ্রবাবুর বিরুদ্ধে এ এই কথা আসে। হৃদয়টাতো না। কারণ শিকা যদি লব্ধনীন হয়, জ্ঞানের আলো যদি প্রতিটি মানুষের মধ্যে সমবার ব্যাকুল হৃদয়টাতো না। তাই তব তবের চতনা থাকবে, তারা কোনটা সঠিক, কোনটা ভুল তা চিন্তে পারবে। ভাবের মানবসমূহ হৃদয় তব তবের চতনা থাকবে, তারা কোনটা সঠিক, কোনটা ভুল তা চিন্তে পারবে। ভাবের মানবসমূহ হৃদয় তব তবের চতনা থাকবে, তারা কোনটা সঠিক, কোনটা ভুল তা চিন্তে পারবে।

ভারত জুড়ে আজ শাক্ততার অভিযান চলছে। সবাইকে শাক্ত করে তুলতে হবে। এক কথা। কিন্তু শূন্যের অ-আ-ক-ব বা নিষ্কর নামের শাক্তের শেখানোর মধ্যে যদি এই মহতী প্রকল্পটি সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে তা সত্য বা জনস্বার্থের বিপরীত কোন উপকারে আসবে না। এ ব্যাপারে বিদ্রোহের গ্রাম্যের (সৌভাগ্যে ইটালি) দ্ব্যস্তত প্রকল্পসমূহ। রবীন্দ্রনাথের ভাব্যে, “গ্রাম্যের শ্রিত্বহীনতায় ওদের শিকারিদের দেখার জন্য। সেখা শূন্যই বিদ্যিত হয়েছি। আট বছরের মধ্যে শিকার ছেড়ে সমস্ত দেশের লোকের মনের চোখা কপলে দিয়েছে। তারা হুক ছিল তারা ভাষা পেয়েছে। তারা হুক ছিল ওদের চিত্তের আনন্দ উদ্ভাসিত। তারা অন্ধ ছিল তাদের আত্মার আনন্দ। তারা অন্ধানার ওয়ার তলিয়ে ছিল তারা সমাজের অন্ধ হুঁড়ির থেকে বেরিয়ে এসে সবাই সঙ্গে সমান আসন পাবার অবিকারী”.....

“যদি নিষ্কর গ্রাম্য না দেখলে কোনমতেই বিশ্বাস করতে পারতুম না যে, অশিকা ও অমানবের নিন্দার তল থেকে আজ কেবলমাত্র দশ বছরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে একা শূন্য ‘ক ব গ ঘ’ শেখানি, অনুভবে সম্বাদিত করেছে।”

এ বিদ্রোহের গ্রাম্য শাক্তের অর্থও প্রাসঙ্গিক। তিনি গ্রন্থিক নেতারের হৃদয়সেন যে, শূন্যের বিরুদ্ধে গ্রন্থিকের-শিকারের যদি লক্ষ্য জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তবে সেই শিকা কোন বিপদে কপলে আসবে না; মানব সমাজ ও মানব সম্পদ সম্পর্কে তারের সত্যতন কুর তুলতে হবে। একবার তা করলেই তারের মধ্যে অবিকারের জালুর এবং তারা তা সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারবে।

গ্রাম্য ও শূন্যের সমবারদ্বার আওতার রক্তেই লক্ষ লক্ষ মানুষ, বইয়ের কয়েক শিকার আলো পৌঁছানি। প্রতিটি সমবার প্রতিষ্ঠানের সেক্ষানীর ব্যতিক্রম যদি সমাজের সদস্যের মধ্যে শিকার জিহ্বা ও সত্যতনতা বাক্যের উদ্যোগ সেন এমত তাহলেই সমবার অংশেই পতিত আসবে। সমাজ যেন বিদ্যুত না হই যে, সমবার অংশেই বিদ্যুত কোন অংশেই পতিত নয়, জনসাধারণের অবিকার প্রতিষ্ঠা করার সত্যতনের সঙ্গে তা অসামঞ্জস্যত পতিত। তাই শাক্ততা অভিযানে লক্ষ্য করে তুলতে প্রতিটি সত্য সত্যতন মানুষকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। □

স্বল্প চাষিদের সেবার ফেলার সর্বোত্তম কৃষি ব্যাঙ্ক

নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট সেক্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৬০ বেড অফিস

কৃষ্ণনগর : নবীয়া

ফেলার বিভিন্ন অংশে ১৪টি শাখা আছে

কৃষিতে লস্কিন	:	১১০'০০ লক্ষ টাকা
আমদান	:	২৭৪৬'৪২ " "
শেয়ার	:	২০০'৪৫ " "
গ্রামীণ শিল্পে লস্কিন	:	৪৪৪'৬৯ " "

সর্বোত্তম হারে আকর্ষণীয় সুদ, অস্বাভাবিক ব্যাঙ্ক-এর কুলম্বার & লভ্যাংশ বোর্ডিং
সেক ডিপোজিট লকারের সুবিধা আছে।

★ আপনার টাকা ভারত সরকারের আমদানি বিমা প্রকল্পের অধীন★

[কেন্দ্রীয় সরকারের সুসংহত সমন্বয় উন্নয়ন প্রকল্পের (আই সি ডি সি) মাধ্যমে ফেলার
সমন্বয় পরিচালিত ও তাৎক্ষণিক সমন্বয়ের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জাতী এই ব্যাঙ্ক]

ব্যাঙ্ক প্রদেয় হার প্রকার নির্ধারণ করবে তা

সুনীল ঘোষ

প্রতিটি স্বাধীন দেশের সরকারই যথ-
 যোগ্যভাবে অর্থনীতি এবং দেশের
 পরিচালিত উন্নয়নের স্বার্থে নিজ নিজ
 দেশের ব্যাংক ব্যবস্থা—তা সে সরকারি
 অথবা কোম্পানির কাই হোক না কেন
 নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। অন্যদিকে দেশের যেটা
 ব্যাংকদের সেটাও স্বাধীনতা উন্নয়নের
 এতদিন এই নীতি অনুসৃত হতে পারছিল।
 এর ফলে ব্যাংকট্রে হিমালয় ব্যাংক/এক ও
 সরকারি ব্যাংকগুলির ক্ষেত্রে অমানত ও
 দলনের একইই নীতি প্রচলিত হতে। কিন্তু
 ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থ বিভাগ
 ব্যাংক কর্তৃক এই নীতি ব্যবহারিত
 হবে না।

এর কারণ দুইটিতে আছে। একই, গিলের
মিলে থাকতে হবে। কান্ড-কান্ড প্রকৃতির
সেজা নত' ন্না অর্থনীতি প্রকৃতির হলে
নত' হলে উদারীকরণ, হতে বাধ্য। সুখী,
কিন্তু ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সরকারী কড়িয়ে
ক্রমাগত, ব্যাধ-কিনা ও অগ্ন্যের প্রাণবন্ত
ক্ষেত্রে বৈদেশিকীকরণ ইত্যাদি। সরকারী
স্বত্ব-করোদেব-সিং-এর সরকারী ব্যাণিজ্যিক
অর্থ' জাতিরের সেজা এইসব নত'
পালানোইক না জানিয়েই কিছুটা পালানো
বৈদেশিক কন গ্রহণ করে অর্থনৈতিক
সংস্কারের কাজে হঠাৎ হ'ন। বত সেক্টরের
বাসে। শেষ সেক্টরে স্পেনের রাজধানী
মারিয়ে অনুদিত কান্ড ব্যাধের বৈশি
পর্যায়ের নতর অর্থনৈতিক তার সাম-
পালনের নিচে বোঝা নেন। কতর প্রকল
সেখানে ব্যাধকৃত্য তকৈ পরিবার জানিয়ে
বিভাজন যে, ভারতের অর্থনৈতিক
সংস্কারের পতি আশানুরূপ না হওয়া
তারা বিজ্ঞ। ভারত বাণ' একই কিছু
করেন ও সংকটের অবস্থা গ্রহণ করে

সংশোধিত কালকর্মে প্রতিবেশ সমাজের
উৎসাহ না পেলে তাহলে তার ফল হবে
স্বল্পপ্রমাণ। অর্থাৎ ছাত্রজীবনের বিরতি
ভারতকে তারার ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে দাঁড়
করবে।

[illegible]

আমাদের দেশের বৃদ্ধ সন্তানের হানসমুদে
 বিনোদন করা হয়েছে; কোন ব্যাপক কল
 সন্তান থাকার থেকে টাকা ভুলিয়ে অথবা কল
 দান হয়ে তার জন্য তার সরকার অথবা
 রিভাট হাউসের কোনো পরিচালককে না
 থাকার জন্য দান থেকে অর্থের বোঝান ও
 প্রতিবার পরিচালক দ্বি কল এই হার।

এই নীতির উপর ভিত্তি করেই নিম্নোক্ত
নিকটাত্মক এবং পরিত্রাণ অর্থ কোন্ কোন্
ক্ষেত্রে বিনিময় করা হবে, কি কি ক্ষেত্রে
এক কোন্ হুশ যা শ্রেণীর মধ্যে কোন বাঁধ
বাধার অর্থনীতির অর্থ জিন্দা-প্রতিরোধ
করে বাঁধ কৃষক অর্থ বা কল্প কার্যের
অর্থ বেকার হুশ ও কল্প নিম্নোক্তসাধা-
নের হুশের উপর বাঁধ কল্পের বহুতা বহু
কল্প বাঁধ ভাঙলে কি আর করা থাকে ?
স্বতন্ত্রতা (কথা) (কথা) বাঁধের পক্ষ থেকে
পক্ষই কল্পের কল্পের পক্ষ—এই হচ্ছে কল্প
কল্প কল্পের (কথা) ।

[illegible]

চন্দ্রকর ব্যাংক কর্তৃক ইঞ্জাই শের
কথা, সুভাষা উদারীকরণ, বিবাহনে
অধিনায়কের কৃষিকা তৎপরতায় প্রতীতি
হবার পথে এটা একটা বাস এবং ভারতের
অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পথের আর একটি
মোক্ষ আশাত। বাপনি কি জীবন না,
এই অধিনায়ক কখনো কোন্ দেশের স্বাধীন
হকা করবে?

কিন্তু বাপনের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা
আমাদের সরকার আরও স্বাধীন প্রদান করে
প্রদান করতে চান যে, জাতিগতদের
অর্থনৈতিক তরা যোগেই অর্থনৈতিক করতে

চান না। সুভাষা স্বাধীনতার আর একটি
নিশ্চয়ত্ব অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সত্যে তাঁদের
নিত্য হয়েছে। এবার কোশ পড়ে ভারতের
অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উপর। ভারতের
অর্থনৈতিক স্বাধীনতার স্বাধীনতা
এই সংঘর্ষের মধ্যে অধিনায়ক। কেননা
আই ডি বি আই অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দাবী
মোক্ষ কণ দিয়ে দিলে বাপনি সহায়তা
করে। আর কখনোই মনেই দোষসত্তায়
অধিনায়ক বসবে, কিন্তু তার জন্য অর্থনৈতিক
না করেই স্বাধীনতার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা
এই স্বাধীনতা সংঘর্ষের স্বাধীনতা

নিশ্চয়ত্ব অর্থনৈতিক স্বাধীনতার
করবার উপযোগ নেওয়া হচ্ছে। এর ফলে
এর ফলেও দেশী-বিদেশী স্বাধীনতার
করবার হবে এবং দেশের অর্থনৈতিক
স্বাধীনতার তাই হবে।

এই স্বাধীনতার আরও একবার প্রদান
করলে স্বাধীনতার স্বাধীনতার অর্থনৈতিক
কেন্দ্রীয় স্বাধীনতার স্বাধীনতার
ভারতীয় জনস্বপ্নের প্রতিষ্ঠা ভারতীয়
স্বাধীনতার করেই হবে, একবার স্বাধীনতা-স্বাধীনতা
কর্তৃক স্বাধীনতার করেই পরিণত করাই
তাঁদের পথের কর্তব্য। □

CONFED WB

WEST BENGAL STATE CONSUMERS' CO-OPERATIVE FEDERATION LTD.

P-1, Hide Lane, 3rd floor, Akbar Mansion, Calcutta-700 073

—a name to reckon with for proper distribution of essential
consumer goods, like Janata Cloth, Controlled Cloth, General Textiles,
Amul Food Products, Patrali concessional exercise books, levy free
sugar, Mustard Oil produced in Co-operative Oil Mills in the State, pulses
etc. through 29 Wholesale Consumers' Co-operative Societies.

Smt. CHHAYA GHOSH

Chairperson

Board of Administrators

(Phone : 27-7012/13 & 26-8942)

ফোন নং : ২২৬৬

বর্ধমান থানা কো-অপারেটিভ এগ্রিঃ মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেড

৫৫, ডি. টি. রোড, বর্ধমান

এই সমিতি এলাকার কৃষক ও সাধারণ মানুষের সেবার নিয়োজিত

আমাদের লক্ষ্য :

- ১। সম্ভাব্য আন্দোলনের প্রসার।
- ২। ন্যায্যমূল্যে সঠিকমানের কৃষি উপকরণ সরবরাহ করা।
- ৩। ন্যায্যমূল্যে নিরাসিত ও অনিরাশিত বস্ত্র ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয়
পণ্যাদি সরবরাহ করা।

SRIDHARPUR CO-OPERATIVE BANK

VIII. & P. O.—HAT-SRIDHARPUR,

Dist.—BURDWAN, PIN—713 146.

Phone No. : SATG. 70256

Regd. No.—204 of 20.04.1918

One of the best Primary Co-operative Societies in South-East Asia.

<i>Branches</i>	<i>Phone No.</i>
1. Memari	Mem.—430 & 282
2. Shankarpur	Mem.—533
3. Radhakantapur	Mem.—376 ; Satg—70368
4. Bohar	Satg—70246
5. Madhyamgram	Satg—70388
6. Matiswer	—
7. Burdwan	Burd.—62245

* * *

S.T.D. Code No. of Memari—034491 and Burdwan—0342

* * *

Cold-Storage : SHANKARPUR.

Capacity : 2 Lakh Mnds.

* * *

Business of Banking ; Fertilizer ; Seed ; Oil Cake ; Coal ; Cloth ;
Grocery ; Pesticides ; Pisciculture ; Agriculture ;
Dharmagola ; Ware-Housing.

* * *

Pledging of Bronze utensils ; Potato Bonds.

* * *

Service : 21 Mini Deep Tube Wells for Small & Marginal Farmers.

Chandra Sekhar Mukherjee
Chairman

Buddhadev Mukhopadhyay
Secretary

করে আইনটির লক্ষ্যবস্তুর অন্য সুশাসিত
করা হয়। বাল্লভ অতিজরতা ও এইসব
সুশাসিত দ্বারা যেরূপ একটি নতুন আইন
প্রণয়ন করা হয়। এই আইনটি ১৯১২
সালের ১ মার্চ সমগ্র সমিতিগুলোর
আইন—Co-operative Societies Act.
1912 (Act II of 1912) নামে পাণ্ডিত্য
কিন্তু এই সুশাসিত আইনের সুবিশেষ
১৯০৪ সালের আইনের প্রাথমিক কৃষি
কল্যাণ সমিতির দৃষ্টি বৈশিষ্ট্য) অর্থাৎ
আকার ও বাল্লভক্রান্ত বিধানগুলি
স্বাভাবিক। নতুন আইনের চার দ্বারা দুই
অনুযায়ী করা হয়—

Provided that unless the Local
Government by general or special
order otherwise directs—

(i)
(ii) the liability of a society of
which the object is the creation
of funds to be lent to its members
and of which the majority of the
members are agriculturists, and of
which no member is a registered
society, shall be unlimited." অর্থাৎ
যেদর প্রাথমিক সমিতির বৈশিষ্ট্য তাহা
সবসাই কৃষিকারী আর বাসের উদ্দেশ্য হলে
সবসায়ের কল বোঝার জন্য হুকুম পঠন করা
বা এককল্প প্রাথমিক কৃষি কল্যাণ সমিতির
দ্বারা হবে অসীম।

১৯১২ সালের আইনের দ্বারা দ্বারা এক
উপদ্বায়ী করা হয়েছে যে ১৪ বছরের বেশি
বয়স্ক কল্যাণ ১০ (১০) জন লোক দ্বারা
কোন সমিতি গঠিত হতে না, আর এই
দ্বারা দৃষ্টি অনুযায়ী সুশাসিত নিবেশ
কোষা হয়েছে যে সমিতির সবসায়ের আরও
দৃষ্টি লব্ধ শ্রুতি কল্প হতে অর্থাৎ একই
গ্রাম বা গ্রামগুলোর অধিবাসী হতে হবে
আর একই জাতি, উপজাতি, প্রাণী এবং
একই বৃত্তিকারী হতে হবে। আইনের
সংশ্লিষ্ট ধারাটি ছিল নিম্নরূপ—

Section 8(1). No society other

than a society of which a member
is a registered society shall be
registered under the Act which
does not consist of at least
10 (ten) persons above the age
of 18 years and where the object
of the society is the creation of
funds to be lent to its members,
unless such persons—

(a) reside in the same town,
village or in the same group of
villages; or

(b) save where the Registrar
otherwise directs, are members
of the same tribe, class, caste or
occupation.

এখানে গ্রামপুঞ্জ (group of villages)
কথায় বিচারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।
তবে কর্তৃক গ্রামকে বা কোন কোন গ্রামকে
এক গ্রামপুঞ্জ হতে বলা হবে বা কোন ব্যক্তি
কৃষিকারী কি না বা এক জাতি, উপজাতি
এবং পেশার লোক কিনা ইত্যাদি বিষয়ে
রেজিস্ট্রারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে ধরা
করা হবে একথা আইনটির ৭ (সাত)
ধারায় বলা হয়েছে।

সমগ্র আন্দোলনের প্রসারিত পর্যালোচনা
করে দেখবার জন্য ভারত সরকার ১৯১৪
সালে সারা ইতিহাসিকালোচনের নেতৃত্বে
একটি সমগ্র বিবেচক কমিটি (Committee
on Co-operation) গঠন করেন।
সভাপতিত্ব ন্যায়ন্যায়ের পরিচিতি ব্যাঙ্গা-
বাদ করিতি ১৯১৬ সালে বাকি করা
প্রতিবেদনে প্রস্তাব করেন যে একটি গ্রামে
একটি সমিতি বাকিই রাখাচলভাবে ভাল।
কমিটির ভাষ্যে—“It is a good general
rule that there should be one
society to one village and one
village to one society.”। ফলত
১৯০৪ সালের আইনানুযায়ী প্রাথমিক
কল্যাণ দ্বারা বিশেষ শ্রুতি কল বোঝার জন্য
সমগ্র কৃষি কল্যাণ সমিতি গঠন করা

অন্যভাবে হইল। এই সমিতিগুলি স্থান ও
বহুমুখ্যতার ভিত্তিতে অর্থাৎ তাহাদের কাজ
সীমিত হইল। রাজকীয় কৃষি কমিশন
(১৯২৪) বলেন যে, সমিতিগুলি এক
উদ্দেশ্যসম্পন্ন হওয়াই ভাল অর্থাৎ শ্রুতি
কল্যাণের দ্বারা সমিতির ভাব্যকালী
সীমাবদ্ধ রাখাই উচিত। কমিশনের ভাষ্যে
“As a matter of principle the single
purpose society seems the best
line of development. ‘One thing
at a time’ should be the policy.”

তিনিহে বলাইতে দেখি দিক থেকে এইসব
সমিতির একাধিক ও কাব্যকালী স্বাধীন-
বিশেষতার প্রত্যেক প্রসারিত দ্বারা ভেদে
যেহেতু প্রাচ্য জিন্দা-ভাবনার শ্রুতি হয়।
এই সময় বহু উদ্দেশ্যসম্পন্ন সমিতির
(Multipurpose society) বাকি বাকি
বৈশিষ্ট্য গঠন। ১৯০১ সালে শ্রুতি
স্বাধীনতার রেজিস্ট্রারের সম্মুখীন
সুশাসিত অনুযায়ী বহু উদ্দেশ্যসম্পন্ন
সমিতি গঠনের প্রকল্প বহুই প্রাথমিক
সরকার প্রণয়ন করেন। এই সমিতিগুলি
জন বোঝার কাজ দ্বারাও সবসায়ের কৃষি
উপদ্বায়ীত্ব করা বাকি, সার, বস্ত্রাদি
সরবরাহ, উপদ্রব শ্রুতি বিপদনের ব্যবস্থা,
নিম্নপ্রয়োজনীয় প্রত্যেক সরবরাহ, গ্রামবাসী-
দের কুটির নিবেশ বিকল্পের ব্যবস্থা, স্কুল ও
যৌথস্বাস্থ্যের উন্নতির প্রকল্প প্রণয়ন
করিয়া হয়। ১৯৪৪-৪৫ সালে বলাইতে
একটি বহু উদ্দেশ্যসম্পন্ন সমিতির দ্বারা
ছিল ১০১টি, আর বাকি সবার দ্বারা ছিল
১,১৪,৩১১ জন।

১৯৪০ সালের ০০ মার্চ কলকাতা
টাইম হলে প্রসারিত বহুই প্রাথমিক
সমগ্র সংকল্পে সভাপতিত্ব তাহাদের দ্বারা
ভারতবাসী সমগ্র বৈশিষ্ট্য তিহা দ্বারা
পাঠ্যবহু বলেন যে, একটি সমিতিতে
সাক্ষরতার দর কল্প হতে তাহা বাকি
সাক্ষরতা বাকি বাকি বাকি, আর এক জন
প্রয়োজন হলে তিনি থেকে পাঠি আইন
ব্যাসবৈশিষ্ট্য বাকি অর্থাৎ বাকি

**“একা এক শূঁচমাছ নাই অবলম্ব
ছই দেখা দিলে হয় একের আরম্ভ—”**

সহযোগিতা আর সহমিতার আশাস নিয়েই শাখার শাখুদের
সাথে এসিয়ে চলছে ‘সমবার’।

সমবার ব্যাঙ্ক তারই স্ফোতিক। আপনার শহরতাও আমাধের কর্তব্য।

সর্বসাধারণের জন্য সবরকম আমানতের ওপর ৫% বোঁশ সুদ / আমানত বিমা দ্বারা
সুরক্ষা / সেফ ডিপোজিট লকারের সুবিধা রয়েছে।

ওৎপন্ন পরিবেশা আমাধের লক্ষ্য।

কৃষক / বরনিশিন্দী / চাকুরিলাবী / তফাসিল ও অন্ত্রমত সম্প্রদারের অন্য প্রয়োজনভিত্তিক
কল-এর প্রকল্প রয়েছে।

আপনার নিওটবতা শাখার যোগাযোগ করুন

আগ্রামবাগ, খানকুল, খানাপ্রগাতি, চুইল, চাঁপাডাঙ্গা, জাম্পীপাড়া,
হারপেশ্বর, ধানবাখালী, পাখুরা, কামাক্ষকুড় ও হরিপাল

হুগলি ডিক্রিঙ্কু সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হুঁ হুঁ হুগলি

সমিতিদ্বারা একত্রীকৃত করে তোলা যেতে পারে। তিনি আরও পত্রিকার করে এসেছেন যে, বৃহত্তর এলাকা নিয়ে সমীচণীয় বিশিষ্ট সমিতি (Larger area of operation and limited liability) গঠন করা উচিত, আর কৃষিকল হাফাও বন্যানা কায়-কেন সাহ, বস্তপাতি, ইনডেন্ট ভিত্তিক (On indent basis) সমসাময় প্রয়োজনীয় প্রণালি রূপ ও সহযোগিতা, সমসাময় উৎপাদিত সমসাময় একত্র পাইকারি বিক্রি ইত্যাদি করা হওয়ায়।

১৯৪৪ সালে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় কৌশলগত সম্মেলনের ০ নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারত সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি বিভাগের নির্দেশ [No. 3936-A/44 (D) dated 18.1.45] বলে আর জি সহায়তার লক্ষ্যে সমসাময় পরিকল্পনা কমিটি (Co-operative Planning Committee, 1945) গঠন করেন। এই কমিটি ভারতে সমসাময় আন্দোলনের অধীষ্ট কর্তৃপক্ষ না হবার অন্ততম কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেন প্রাথমিক কৃষি কলান সমিতি-গুলির আন্তরিকতা, স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কর্তব্যের ওপর সৈন্যবিন কাঙ্ক্ষণের জন্য নিষ্ঠুরতা ও তৎপরিত অকর্মণ্যতাকে। কমিটি সুশাসিত করেন যে গ্রামের স্বাধীনতার জন্য অনেক প্রয়োজনীয় একটি হল কৃষ, আর তাই কৃষ সমসাময় হাফাও তার অন্যান্য প্রয়োজন যেটাদের জন্য বীজ, সাহ, পদ্মবাস, বস্তপাতি সহযোগিতা, ইনডেন্ট ভিত্তিক (On indent basis or on the basis of established need) কিং কিং, বিভা-প্রয়োজনীয় প্রণালি বহা কায়ক, চিনি, ফেরোসান, মদ, সেন্সাই ইত্যাদি যোগান দেওয়া, উপায় কল বিক্রি ব্যবস্থা করা ইত্যাদি কাজ হতে বেকার প্রয়োজন।

অন্য ১৯৪৭ সালে সর্বভারতীয় কৌশলগত সম্মেলন সমসাময় প্রাথমিক সমিতির আন্তরিকতা নিয়ে জিজ্ঞাসিত আসলোনা যেবে সিদ্ধান্ত হয় যে প্রাথমিক অনুদান

সমিতিগুলির এলাকা সাধারণ ভাবে প্রমাণিতিক যোগ, তবে যেখানে প্রাথমিক বৃহত্তর যোগ দেখতেও এলাকা গ্রাম নিয়ে একটি প্রাথমিক সমিতি হোক।

অতঃপর এ ডি দ্বারা (Committee of Direction) প্রাথমিক অর্থের সহযোগিতা নিশ্চিতকরণ সমীচণ্য করে ১৯৪৪ সালে 'ইনডেন্ট' ভিত্তিক প্রতিবেদন (All India Rural Credit Survey, General Report) লেখ করেন। কমিটি দ্বারা সিদ্ধান্ত করেন যে এতদ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'এক গ্রাম এক সমিতি' সম্পদ' ব্যর্থ হয়েছে। তারা সুশাসিত করেন যে, প্রাথমিক সমিতি গ্রন্থনভাবে বহুলা হওয়ায় হতে এরা একগ্রাম গ্রাম (group of villages) সমিতি এলাকা নিয়ে কাজ করতে পারে। এই ব্যবস্থার সমিতির এলাকা এমন বহু হওয়া হওয়ায় হতে সমিতি বহুকে সমসাময় সমসাময় (reasonably large membership) নিয়ে বহুকে পরিচালনা করবার (adequate business) করতে পারে। তারা আরও বলেন যে, এই ব্যবস্থার সমিতিগুলি সুশাসিত ন্যায় কলানোয় কাজ হাফাও সমসাময় উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ-যেমন বীজ, সাহ, পদ্মবাস, বস্তপাতি সহযোগিতা, কিং নিম্নোক্তকরণ' সাহায্য-যেমন চিনি, ফেরোসান, মদ, সেন্সাই ইত্যাদি ইনডেন্ট ভিত্তিক বা জানা প্রয়োজনীয় (established demand) ভিত্তিক যোগান দেবে। এইসব সমিতি নকল রূপ (loan in cash) হাফাও বহুকে কল (loan in kind) অর্থ অর্থের ব্যবস্থা উৎসাহে প্রয়োজনীয় সমিতি করার জন্য অর্থের একটি অর্থ সাহ, বীজ, পদ্মবাস ইত্যাদি আকরক দেবে। অল্প প্রয়োজনীয় কল (crop loan) হাফাও সহযোগিতা কল (Medium Term Loan) ব্যবস্থার সমিতিগুলি দেবে।

১৯৪৬ সালে পানিয়ার অনুষ্ঠিত ভারতীয় সমসাময় কমিটি দ্বারা নির্দেশ ভারত পানিয়ার সমীচণ্য প্রতিবেদন গ্রহণ করে।

ভারত সরকার এই প্রতিবেদন এবং ব্যবস্থার সমীচণ্য সুশাসিত গ্রহণ করে। ফলে পদ্ম হাফাও কলান কাহায়া ভিত্তিক পদ'। এই সমিতির সুশাসিত বহু কৃষি কলান সমিতিগুলির পুনর্গঠন অর্থ যোগে যোগে প্রতি গ্রামভিত্তিক করে সমিতিতে একত্রীকৃত করে বা নতুন করে ব্যবস্থার সমিতি গঠন করতে হয়। এইসব সমিতির এলাকার মধ্যে অর্থের অকর্মণ্যতা বা বহু সমিতিগুলি লিক্‌শন (liquidation) করা বা যেটদ্বারা হাফাও যোগে সমিতিগুলি বহুবারের সমিতির সাথে মিলিয়ে নেবার ব্যবস্থা করা হয় এই পুনর্গঠন প্রকল্প।

ভারতের সমসাময় আন্দোলনের প্রতি-প্রতি পদ'বেদন করে সাহা মালকম জার্মি ১৯৫৭ সালে বহুলা করেন যে যোগে সমিতির কিং কিং অদ্বিগা থাকার ব্যবস্থার সমিতি গঠন করে পদ'কা চালানো উচিত। এদের এলাকা সমিতির প্রধান অফিসের গ্রাম (Head Quarter Village) থেকে দুই মাইলের বেশি দিক্‌ত হওয়া উচিত হবে না, আর সমসাময় সাহাও ৫০০ থেকে ৫০০-এর বেশি থাকে উচিত নয়।

অন্য মাইলেই ভারত সরকার তাঁদের হত কিংকা পরিচালনা করেন। কমিটির সমিতির (small sized) পদ'ক অনুযায়ণ করে ১৯৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে ১৯৫৭-৫৮ সালের হাফাও বেকার কমিটির সমিতিতে পুনর্গঠন ও পরিচালনা করে তোলায় এবং নতুন করে কমিটির সমিতি গঠনের প্রকল্প গ্রহণ করে। পানিয়ার সমীচণ্য ওপর সুশাসিত পদ'বেদনা করে ভারত সরকার ও পরিকল্পনা কমিটি (Planning Commission) ১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাস থেকে ব্যবস্থার সমিতি গঠন সম্পদ' কল করে যেন। ১৯৫৮ সালের ১ই সেপ্টেম্বর ভারতীয় উন্নয়ন পরিষদ (National Development Council) সমসাময় মীতি সভায় এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দ্বিধা করে যে প্রাথমিক সমিতিতে পদ'ক ন্যায় গ্রামসমাজকে ভিত্তি

ইফরকার সেবা শুরু হয় সার বিজয়ের আগে,
তলে বিজয়ের পরেও.....

2014

काठमाडौं, १३ चैत्र २०७३

- [illegible]

[illegible]**IFFCO**

**ਏਊਥਾਨ ਫਾਰਮਜ਼ ਫਾਟਿਨਾਇਜ਼ਡ
ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਲਿਮ**

Environ Monit Assess

১. **আজাদী কামগীর্ষন** বেস রোল (**শিখর**)
 তারিখসহ - ১০০০১৭

কল্পে! পদ্ধতি হবে, যার প্রত্যেক আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের দাবিই এই গ্রামীণ সমিতি ও পল্লীক্ষেত্রের কপল দেওয়া হবে। অল্পম উন্নয়ন পরিকল্পনা আরও দৃষ্টি করে যে, যেখানে গ্রাম পুঁজি প্রোট সেখানে এককটি গ্রাম নিয়ে একটি সমিতি গঠন করা যেতে পারে।

ইতিমধ্যে প্রাথমিক কৃষিকল সমিতির জন্ম-চিন্তায় আর এক ধৃৎসংস্কারী পরিবর্তনের সূচনা হয়। ১৯৬১ সালের জানুয়ারি মাসে নারগপুরে অনুষ্ঠিত নিকল ক্ষরতরী জাতীয় কনফারেন্সে অধিকেশনে কৃষিকল ব্যবস্থার আলো সংকল্পের জন্য সারা দেশে সেবা সমিতি (Service Co-operative) গঠনের জন্য সরকারীকৃত করে দেয়া হয়। এর ফলে প্রাথমিক কৃষিকল সমিতি হিসেবে একাধক পরিচিত সমিতি নতুন নারকরণে দৃষ্টিত হয়ে সেবা সমিতিতে রূপান্তরিত হয়। এই বছরের (১৯৬১)-এর জুলাই মাসে বরীপুরে সারা জাতীয়তর সন্মার প্রাকশীকণ মিলিত হয়ে সেবা সমিতির কলকর্ষ কি হবে তা স্থির করেন। তারা নিশ্চয়ত সেন যে সেবা সমিতি কল ও স্বয়ংসাহায্য কল মেবে এক উপাদানের জন্য প্রয়োজনীয় উপকল সরবরক করবে, নিত্যপ্রয়োজনীয় জোখাপত মোদান মেবে, উপকল দায় সত্ত্বে করে বিপদন সমিতির (Marketing Society) ব্যরকত বিস্তার থকবা করবে। সেবা সমিতি ১,০০০ জনসংখ্যা বিধিক্ত গ্রামবৃহৎ নিয়ে গঠিত হবে। তবে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল সীতিক্ত নিশ্চয়ত বাসেন যে সেবা সমিতির একাধক পল্লীক্ষেত্র একাধক ভিত্তিক হতে হবে।

এবার একটি অন্তিম ধৃৎসংস্কার বিস্তার প্রতি কৃৎক্ষর দৃষ্ট আকৃষ্ট হয়। সমিতিগুলির আর্থিক স্বকলভর বিকসিতি নিয়ে চিন্তা-চাকনা পৃদু হয়। সমিতির স্বকলভরতর প্রসিতি বিকসনা করে সুপারিশ কলবার জন্য ১৯৬১ সালে ভারত সরকার বিখ্যাত সন্মার বিদ্যকল কৌশ্ত জন্ম

জেমসার সভাপতিত্বে একটি তথিতি গঠন করে। এই তথিতি (জেমো তথিতি) সুপারিশের ভিত্তিতে ভারত সরকার ১৯৬০ সালের অক্টোবর মাসে স্থির করেন যে সাধারণতভাবে সেবা সমিতি গঠিত হতে গ্রাম সমাজের (village community) ভিত্তিতে, তবে যেখানে গ্রামটি পুঁজি প্রোট সেখানে এককটি গ্রাম নিয়ে একটি সমিতি গঠিত হবে এমন একাধক নিয়র ব্যর জনসংখ্যা তিন হাজারের বেশি হবে না এবং প্রধান অধিক মেবে গ্রামগুলির বৃহৎ কোন ক্ষেত্রেই তিন থেকে চার হাউসের বেশি হবে না।

সুদৃ গ্রামোন্নয়নের শাখার সেবা সমিতির আর্থিক স্বকলভরতার বিস্তার ১৯৬৫ সালের ৬-৯ মাসে হাসগরমে অনুষ্ঠিত রাজ্য সন্মার মন্ত্রিস্থর স্বকলভনে নিম্নোক্ত লক্ষ্যগুলি চিহ্নিত হে—

- (১) সারা সত্ত্বের জন্য শিতিক্ত বেতনকৃত ক্ষেত্রটীর শিল্পীয় কলার কলতা;
- (২) নিম্নম পৃদু অধিক রাখার কলতা;
- (৩) হাসমানে কলর বৃহিকলতর অল্লর (reasonable return on capital) কলতা।

সেবা সমিতির আর্থিক স্বকলভরতার জন্য কি পরিমাণ কল ও অল্লর কলবার করা কলকার তা নিরূপণের জার এক সসীকন করে ইতিমধ্যে স্বকলভ ও স্বকলভর সভাকল-সম্পদ (potentially viable) সমিতি চিহ্নিত করা, অকলমে ও পৃদুল সমিতি (যাযের স্বকলভর হবার কোন সভাকলনা মেই) তুলে মেগা ইছাযি কলবার জার রাজ্য সরকারীকৃত হতে মেগা হয়। অন্তিমর স্বকলভরতার লক্ষ অল্লসের উপমেগা প্রাথমিক সমিতিগুলি পৃদবরিসের এক কলপ্রকল (action programme) ভারত সরকার তৈরি করে রাজ্য সরকারগুলির কলর প্রের করেন। এর কলকটি পৃদবরিস বিক হুহু যে উপাদানসুদৃ (production oriented) কল দিহ্ত হবে এবং তা হবে প্রয়োজনভিত্তিক ও চান কলর কলভানির্ভর,

সার, বীজ ইছাযির জন্য কল সন্ধান না নিয়ে কলভুতে (in kind) দিহ্ত হবে ইছাযি।

অন্তিমর ১৯৭১ সালে রাজ্য সন্মার মন্ত্রিস্থর স্বকলভনে অনুসৃত হতে যে বেতনকৃত সম্পদক ও অধিক রাখার বহুত থাক যার হতে অল্লর ২,০০০ (দু হাজার পটল) টাকা। সমিতি বহুতরা ২৫ (আড়াই) ডাশ টাকা লারে (margin) থাক কলমে উপরোক্ত বহুত ২,০০০ টাকা তুলতে এক লক্ষ টাকার অল্লর কলবার কলভ হতে। পল্লী পল্লীকর্ষী পরিকলনার এই বহুত গ্রহণ করা হয়।

একসর এর জার পৃদৃ প্রেমী ও জাতি-ভিত্তিক সমিতি কলার সুপারিশ। জাতীয় কৃষ ভাসন (National Commission on Agriculture) লকা কলমে যে প্রচলিত সেবা সমিতিতে কল্ল, প্রাশিক্ত চাষী ও কৃষ বহুতর শাখা কলবার শিতিক্ত হুহু না। তাই ওগা কল্ল চাষী উন্নয়ন সন্মার (Small Farmers Development Agency সত্ত্বেগে SFDA)-এর প্রাশিক্ত চাষী ও কৃষিকল্ল উন্নয়ন সন্মার (Marginal Farmers and Agricultural Labourers Development Agency সত্ত্বেগে MFALDA) একাধক পৃদবরিত উপরোক্ত প্রেমীগুলির জন্য কলক সেবা সমিতি (Farmers Service Society) গঠনের সুপারিশ করেন, ওপৃদবরী এই যিযব কল্লের সমিতি গঠিত হমেহে। অনুসং-ভবর আযিবাসীযের শাখা সুরীকত কলবার জন্য উপজাতি উপ-পরিকলনা (Tribal Sub-Plan) অনুযায়ী বৃহসরতন বৃহৃদশী কৃষ সন্মার সমিতি (Large Sized Agricultural Multipurpose Society সত্ত্বেগে LAMPS) আযিবাসী চান কলকগুলি নিবহিত একাধক গঠন কলার প্রকলগ্রহণ করা হয়। উক্ত কল্লের সমিতিই হুহুত সেবা সমিতির বাসলে কল করে।

গ্রাম কৃষিকল সমিতি পৃদবরিসের মেই একাধক চাযে অধিকতর কলভনে বাসে। ১৯৬১-৮০-এর দিকে একাধক অল্লর কল

[illegible]

ଏକୀକରଣ (amalgamation), ପ୍ରସାରଣ
 ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାମିତିଭିନ୍ନତା ଚିହ୍ନିତ করে
 ଏକତ্বର ସାମିତିର সঙ্গে ଏକীভୂତ করা. আর
 দ্রবীভবন/অবলোমের সার্বিক তুলে মেলের
 (liquidation) জন্য বিচ্ছিন্নতা বাচ্ছিন্ন
 জেনা করা হয়। কোন মরুভূমির এলাকার
 (viability zone) কোন মরুভূমির সার্বিক
 না থাকলে একটি মরুভূমির সার্বিক
 সার্বিকের কেন্দ্র করে (nucleus)
 তার সাথে চলে সার্বিকের একীকরণ
 করার ব্যবস্থা করা হয়। আরও কোন
 এলাকার একটির মরুভূমির বা মরুভূমির
 সার্বিকবাদের সার্বিক না থাকলে সেখানে
 নতুন করে সেবা সার্বিক গঠন আর তার
 সাথে যোগাযোগ চলে সার্বিকভিত্তিক
 একীকরণ এবং একত্বের দ্রবীভবন/অবলোমের

সমিতি তুলে যেবার বাধ্য এই ভারতবাসী
 কলকাতা। প্রকাশ কল্যাণ ব্যক্তিদের
 পাশা পেলো অনেকদিন। পাছে এই
 প্রকাশ হুয়ারের গাফ জালি এবং
 গভর্ণমেন্ট। একইভাবে / তুলে দেবার
 প্রতিটি (amalgamation / liquidation)
 সময় সচলক ন্যায়ের সমিতিগুলির
 বেতনভুক্ত সর্বকালের ম্যান্ডেচারি নিয়োগের
 জটিলতা। তাহের প্রতিবন্ধের বাধ্য, বহু
 সমিতি তুলে যেবার প্রতিটি বেশ কল্যাণ
 জন্য লিকুইডেটর (Liquidator) কলকাতা
 কলকাতা ইত্যাদির বহুগুণ মূল্যবোধই বহু
 কল্যাণ বহু বেশ এই প্রকাশ হুয়ারের।
 বহুগুণমূল্য বেশ কিছু সময় চার ধরনের
 সমিতি পান্ডিত্যের কলকাতা বিবরণ কলকাতা।
 ১৯৫১-৫০ সালে মোট ১০,০৭৫টি
 সমিতি তুলে গিয়ে নিবন্ধন।

ক্যুটারজন সমিতি	বিবিং উপকরণ সমিতি	বুধোন্নতন সমিতি	সেবা সমিতি
সংখ্যা ১১.০০৪	৫০১	৫১৫	৯১৭
সের কণ ১১৮১৮	৫'৫৫	১৪'৮৫	১১'৫৫

(লক্ষ টাকার)

১৯৭২-৭৩ সাল বিচিত্র ধরনের কল্যান সমিতির সংখ্যা ছিল ।

(৩) বুধোন্নতন কল্যান
সমিতি ৫২৫

(৭) ক্যুটারজন সমিতি /
সেবা সমিতি ও
জনা সমিতি ১,৭৫১

মোট ১০,০৮৭

পরিচালক স্বল্পবয়স প্রকল্প Viability Programme) অনুযায়ী প্রায় ১২ হাজার সর্বাধিক পুষ্টিগঠিত করে ৬৬০০ স্বল্পবয়স সর্বাধিক হুপাংগঠিত করার লক্ষ্যে চাষ করা হয়। কিন্তু পুষ্টিগঠিত জলিয়ার জন্য এই প্রকল্প হুপাংগঠন করা অন্যান্য জলাধারে এগিয়ে চলে।

স্বয়ংসম্ভার মূল্যবোধ হিসাবে ধরা
হয়েছিল একজন কর্মচারীর বেতন, অর্থাৎ
কাজ আর সব কাজ যোগানোর জন্য সহ

বাবব আর। ১৯৭১ সালে রাজা মণ্ডলের
স্বত্বাধীন এই খণ্ড ২,৫০০ টাকা অনুদান
হয়। অর্থাৎ কর্মচারীর বেতন বাসে
কিন্তু ১৫০ টাকা ঘরা হয়। কিন্তু
একাধিক কর্মচারী নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা
অন্য করে কল ছাড়া অল্প কারখানা চালু
করার জন্য, কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির
সাক্ষ্য-বাহ্যে আর স্বত্বাধীন কল ব্যবস্থা
পারিকল্পনক না হয়ে ইত্যাদি অনেক
কঠিনতা বাসবে দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রে

আমরা নিম্নলিখিত ক্ষেত্র গুলি থেকে বেতন ও অন্যান্য খরচের জন্য ব্যয় করা ইত্যাদি কারণে নির্ধারিত সীমার মধ্যে বৃদ্ধি পাবে। অক্টোবর ১৯৯০ সালে ভারত সরকারের ১০,০০০ টাকার পর্যন্ত ক্ষমতা কম হ্রাসের ঘোষণা করা। এর প্রতিফলন সম্বন্ধে পরিদপ্তর হতে আরও সমস্ত লাভ হবে। তবে নানা কারণে এর ফলে নির্দিষ্টদের জীবিকা নিজে বানাকার আশঙ্কায় সৃষ্টি হয়েছে।

সেবা নির্ধারিতদের কর্মসম্পাদন সর্বোচ্চ হলে ব্যবস্থা উন্নয়ন পরিকল্পনা (Business Development Programme)। ১৯৮৮ সালে ডা. এম. আর. কুমারের নেতৃত্বে গঠিত জীবনক পর্বসেচনা কর্মসূচির প্রতিবেদনে (১৯৮৯) দেখা দেয়। সুশাসিতভাবে কর্মের সুশাসনের পদ্ধতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ফলে সারা ভারতে এদের নির্দেশিত ব্যবস্থা উন্নয়ন পরিকল্পনা চালু হয় ১৯৯১ সালের ১ এপ্রিল থেকে। এর ফলে উৎসাহিত হল নির্ধারিত নিজ এলাকার সকল ব্যবসায়িক চিন্তিত্বের সুশাসনব্যবস্থা বিভিন্ন ধরনের সম্ভাবনামূলক প্রকল্প প্রদান, সদস্যদের প্রয়োজনীয়ত পর্যন্ত কণ্ঠ সহযোগিতা, এলাকার উৎসাহ জনগণের সহযোগিতা বিধি বহু করার ব্যবস্থা করা, এলাকার

উৎসাহ জনগণের মাধ্যমে সমস্ত করা ইত্যাদি। এই প্রকল্প প্রদান ও সুশাসনের চ্যালেঞ্জের সত্ত্বে, শেষ হতে অনেক সময় লাগবে আর কল্যাণের জন্য যথেষ্ট হবে অপেক্ষা করতে হবে।

প্রদত্ত উৎসাহব্যবস্থা সেবা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সমস্ত জীব উন্নয়ন নির্ধারিত মানে পরিণত। আর সর্বভারতীয় সুশাসিতভাবে বেতনভুক্ত সম্পাদকের (Paid Secretary) ফলে এখানে বেতনভুক্ত ম্যানেজার (Paid Manager) রাখা হয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

- (১) The Law of Co-operative Societies in India and Burma —by Sri K. V. Brahma.
- (২) All India Rural Credit Survey —General Report, Vol. II— পৃষ্ঠা ১০৭, ২২৮, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৫৪।
- (৩) Bengal Co-operative Journal. Vol. XXV, No. 5, January to March, 1940 সংখ্যা। পৃষ্ঠা ৫০, ৫১।
- (৪) Report of the Co-operative Planning Committee—Chapter III, পৃষ্ঠা ১৯, পাতা ৪, ৭।
- (৫) Co-operation in India নামক

ভারত সরকার প্রকাশিত পুস্তক, পৃষ্ঠা ১৭, ৫০, ৫৪, ৫৯, ৫৬।

- (৬) All India Co-operative Review, June 1960 সংখ্যা। পৃষ্ঠা ৫০, ৫৪।
- (৭) Theory, History and Practice of Co-operation—by R. D. Bedi.
- (৮) Annual Reports on the working of Co-operative Societies in West Bengal, 1959-60, 1972-73.
- (৯) Report on certain aspects of Co-operative Movement in India নামক সারা মাসিক জার্নাল এ প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১০, পাতা ৫০।
- (১০) স্বদেশ সরকারের (Govt of Bengal) সমস্ত বিধি ৫৮/৩ ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত "A short note on the Co-operative movement in Bengal" নামক পুস্তিকা।
- (১১) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমস্ত বিধি ৫৮/৩ প্রকাশিত "পশ্চিমবঙ্গে বাংলা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রদান ও সুশাসনের সুশাসন" শীর্ষক পুস্তক। □

দি সিউজী ফ্রেন্ডস্ ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ

বীরভূম জেলার পূর্ববঙ্গার সেবার নিয়োগিত

আমাদের বৈশিষ্ট্য

কোন নং: সিউজী ৫৯৭, স্থাপিত: ১৯২৮ সাল

- ১। বীরভূম জেলার অন্যান্য ব্যাংক অপেক্ষা সর্ব প্রকার আয়নতের উপর বেশি সুবিধা দেওয়া হয়।
- ২। ব্যবসা, শিক্ষা, চিকিৎসা, কলার বিধি, বৈদেশিক, কল চুক্তি, কল, বিলাস প্রভা, মনসা চাও ও হোটেল নির্মাণ, স্থানীয়তাবাদী ব্যবস্থা, জোড়ার, পোড়ার ইত্যাদি বহু প্রকার কোন পাঞ্জার সুবিধা আছে।
- ৩। এই ব্যাংক ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও সমস্ত আয়নত বিধিও স্বাধীন সুদারিত্ব।
- ৪। সেক্ষেত্রের লোকের পাঞ্জার হয়।
- ৫। বৈদেশিক প্রকল্পের বিধিও সুবিধা আছে।
- ৬। সকল প্রকার ব্যাংকিং কর্মে বহু প্রকার সুবিধা প্রদান করা হয়।
- ৭। বাসভবন, বোম্বার্ডার সইজিলা ও বহু প্রকারের নির্মাণকার্যের জন্য এলাকার সদস্যদের বার্ষিক নির্মাণ প্রকল্পে কম পাইবার যোগ্য।

ସାମ୍ବରତ୍ତ ଆବଦ୍ଧାଳତ୍ତ ଓ ସମ୍ଭାଷଣତ୍ତ

काष्ठ विभाग

কিম্বদন্তিকল্পনমানে হুগু হুগু করে ভীনা
 মানি না, তবে যে-কোনও মানবলক্ষী তব
 যে সূত্রের বেলনা অমৃতের কলসে এ বিস্তার
 কোনও সন্দেহ নেই। কী কারণ এই
 কোনোয়? রাষ্ট্রদেব সম্প্রতি কিম্ব দিকা
 প্রতিজ্ঞেন (১৯৯০) আমায়ের উপায়
 নিচ্ছেন। 'কিম্ব সম্পর্ক' অনেক বলাশ্রিত
 কল্প এই প্রতিজ্ঞেনে আছে। ১৫ বছরের
 যৌবন বয়সে বঙ্গ এনে ১১ কোটি মানুষ
 এই দুনিয়ার বাস করছেন বীরা দৈবের
 নরমটি পুশ্র লিখতে পারেন না। নিরক্ষর
 হলে তাঁদের চিহ্নিত করা হয়েছে। আর এই
 দ্বিধের চিহ্নে চিহ্নিত যে মানুষ তাঁদের হয়ে
 ৬৯ কোটিই নারী। কী উচ্চলয় হুগু।
 বঙ্গের বাসে উন্নতির দিক্তি ছেদে যে-সকল
 যেন উপরের দিকে উঠে যায় হলে কল হার
 হুগু সেই বিকাশমান যেন হুগুতেই কর্ত
 নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা ৮৮ কোটি। এর
 আবার ৫৭ কোটিই বালিকা। আমায়ের
 ভারতবাসী—তাঁদের লক্ষ্য সব ছেদে
 বেশি। আমায়ের হতে পাহাড় প্রমাণ
 নিরক্ষরতার শাপ-রাশি অন্য কোনও দেশে
 নেই। ২৯ কোটি বঙ্গক ভারতবাসী এক
 অক্ষরও লিখতে পারেন না—পারেন না
 পড়তে। লিখতে-পড়তে না পারা বঙ্গক
 ভারতবাসীর ১৮ কোটিই আমায়ের
 হা-বোন। সেখানে সেখানে একটি
 অতীত সত্তা কথা বন্ধন সেখা বেশি—'সাক্ষর
 বয়ের সন্তান কখনও নিরক্ষর থাকতে
 পারে না'—আতকে উঠে জাতি ভারতের এই
 হুগু'পায় দেব কব হবে? এত বিলাস
 সত্যক নারীকে নিরক্ষরতার বন্দী পায়

যেহেতু কবে হুজুর করা যায়? কবে বাড়ির
পালনের কাজে কাজে, হুজুর-তোলাবার
কথা হাড়-ভাঙা খাটুনির মধ্যেও ভাবতে
গিচ্ছে পড়া বা প্রবন্ধের মতো-কিন্তু
সম্প্রদায়িক শিক্ষানবিশের আভিলাষ থেকে
হুজুর কবিত পাঠ্যবই।

এখন তো সেয়েহে প্রত্যাশিত এক
বিজ্ঞানের হরেক বসন্তের অথাক হওয়ার ব্যতী
আবিস্কারের দৃশ্য। কল্পনা করা যায় না
এমন প্রত্যাশিত হুটে সেয়েহে জ্ঞান-
বিজ্ঞানের সাফল্য। হলভাথ—হলভাথ
যায় বহালকায় একটির পর একটি সাফল্য
মানব সভ্যতাকে উন্নত থেকে উন্নতের
জরে নিয়ে যাবে। এখন থেকে ৪৪ বছর
ব্যবধি সমীক্ষার সৈন্য করা হ্যাঁওয়েল সেই
সময়ের বিশেষ বসন্ত জনসংখ্যার ৫৫ পর্যায়ে
হিসেব এখন বাঁধা কলর ভেঙেও নাম সই
করতে প্যারভেন না। তার পর এক একে
একটি বছর কেটে গেছে। অনেক উন্নত জের
পেঁচা পেঁচা আদর। এখনও বিশ্বের
কলম জনসংখ্যার ২৫ পর্যায়ে বান্দে এবং
তার ভিতর কলম বাহিন্যের ৩০ পর্যায়ে
নিরক্ষরই জের সেয়েন। ভারত এই দায়
সময়কে ৫২ এবং ৫৬ পর্যায়ে।

কিন্তু তার মানে এই নয় যে মানুষের একটি ক্ষুদ্র মৌলিক অধিকার শিক্ষার অধিকার—সেই অধিকার যাতে সকল মানুষ তোলা করতে পারে তার জন্য কোনও কিছু বাধার প্রয়োজ্য হইবে। গত শতাব্দীটির ধরে বাস্তবসম্মত চেষ্টা করে আসছে। সেখানে সেখানে উৎসাহ উৎসাহ তো হয়েইছে। সাম্প্রতিক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে ১৯৫৬ সালে

শেষে শিক্ষা সম্পর্কে একটি বিশেষ সম্মেলন
 হইয়াছিল। ১৯৪৩ সালে যেখানে করা হল
 শিক্ষার অধিকার মানুষের মৌলিক
 অধিকার। ১৯৪৪ সালের ৮ থেকে ১৯
 সেপ্টেম্বর ইরানের রাজধানী তেহেরানে
 অনুষ্ঠিত বিশ্বের শিক্ষানবিশ্বের সম্মেলন।
 ৩৭ জন শিক্ষানবিশ্বী এবং আরও ৮৮টি
 দেশের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান
 করেছিলেন। সেই থেকে ৮ সেপ্টেম্বর
 পর্যন্ত হচ্ছে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস।
 এর পরে ১৯৭২ সালে দৌকিতে হর
 নুরের শিক্ষা সম্মেলন। ১৯৮০-৮১ করাসি
 মেসের রাজধানী প্যারিস শহরে অনুষ্ঠিত
 হইয়াছিল আরও একটি বিশেষ সম্মেলন।
 ১৯৯০ সালেও যেখানে করা হল
 আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। আর এই
 বছরেই কিলগাইনসন হল "সকলের জন্য
 শিক্ষা" শ্লোগান দিয়ে একটি বিশেষ
 সম্মেলন। গত বছর ভারতবর্ষে ৯ নভেম্বরও
 হইয়াছিল একটি সম্মেলন, যেখানে এমন
 মেন্দেলস্টার প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন
 যে কটি দেশে সব থেকে বেশি নিরক্ষর
 মানুষের বাস। এত সম্মেলন, এত
 আলোচনা, এত অর্থ ব্যয় এবং এত প্রচেষ্টা—
 তবুও এত বড় সমস্যাটাই নিরক্ষরতা কেন?
 তা হলে কি আশ্চর্যকরতার ঘটনা এবং
 খ্যাতিশাসক আদর্শটির সাম্প্রতিকই ইচ্ছার
 এই অনুসন্ধান করতই যাবে।

ବିଷୟ ବ୍ୟାଞ୍ଛକର ପ୍ରତିରକ୍ଷଣେ ଯେଉଁ ଯେମିତି
କାହିଁ କୃଷି ଓ ବ୍ୟବସାୟ ବାହାରେ ହେଉ ତା ହେଲେ
କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପଦ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଯେମିତି
ଏକାକୀ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ

স্বাধীনতা পাওয়ার আগেই আমাদের দেশের কিশ কিশন শিশুর প্রসারের জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তোবার তা উল্লেখ করে গিয়ে। পরর্তীকৃত ব্যবস্থার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে দেশের শিকায়নের ওপর।

সামাজিক ক্ষেত্রেও নিরক্ষরতা দূর করার অভিযানে যে একটি দুইই তাৎপর্যবাহক ভূমিকা আছে—সে কথা অনেকেরই মনেহয়। আমরা গত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গের হারিয়ে তার একটি সুশীল পণ্ডিত শ্রেণীকে। প্রস্তুত হওয়ার লক্ষ্যে, শিশু হত্যার হার, শিশুর লক্ষ্যে, পরিবারিত পরিবার, বাড়িয়া বর কম্বনা প্রভৃতি ব্যাপারে সার্ব-শিক্ষার যে একটি কার্যকর সম্পদ জামান ঠাট্টা দৃষ্টি রাখা কথা নয়—এই রকম তার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। যেহেতু অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিও বর্ণশিক্ষার ওপর্যাপ্ততর কুসংস্কারের কীকার। কিন্তু শিক্ষার জগতে যে মানুষকে ন্যায়-অন্যায় করার ক্ষমতা যোগায়, মানুষকে হুঁজুয়াড়ী করে তুলতে সাহায্য করে, মানুষের চিন্তা-চেষ্টার উন্নয়ন করে তার ছুরি ছুরি প্রমাণ রয়েছে। অসুখ্যতা ভারতীয় সমাজের একটি দুর্ভাগ্য। দুনিয়ার আর কোথাও এ-মাত্রার সামাজিক ব্যাধি নেই। কর্মশীলতা, সাম্প্রদায়িকতা, জাতি-বৈষম্য প্রভৃতি বস্তু-বস্তু হোক হোকশীল জাতির সামাজিকভাবে থেকে থেকে লিপ্সিত করে। কখনও কখনও ভারতীয় শীল-বাস্তা হিন্দু-জাতি হয়ে যাওয়ার উপক্রম করে। বিজ্ঞান-মনস্কতার অভাবের অভাব ভারতের অগ্রগতির প্রবল করে দিতে উদ্যত হয়। সাক্ষরতার অভাবের দৃষ্টি অন্ধ পণ্ডিত নয়, কিন্তু লিপ্সিত-পণ্ডিত শেখানো এবং কখনও কখনও কিছু হিঁসাব করা শেখানো সাক্ষরতা অভিযানের একমাত্র লক্ষ্য নয়। সেদৃষ্টিতে থাকেই। সেই সঙ্গে সামাজিকতা, জৈব-ভৌতিক চিন্তা-ভাবনার উৎসে বর্তনো দৃষ্টি সঞ্জনভাবে

সাক্ষরতার অভিযানের কথা দিতে হয়। কতট এই রকমের অভিজ্ঞতা সেই কথাই বলে।

সম্ভবতঃ এর থেকেও একটা বড় কথা আছে। নিরক্ষরতা তো বাংলা দেশেই আছে সমস্তের সব থেকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মধ্যে। এই সকল মানুষের মধ্যে কখনও যেমন আছে। সমাজের অঙ্গের অঙ্গের বিরুদ্ধে দৃষ্টি না থাকলেও কোমর আছে। তাদের মধ্যে আছে অসার অভিজ্ঞতা। এর থেকে লক্ষ্য রাখতে সামাজিক উন্নয়ন। যে-কোনও তুল্য কারণ তার যোগ্যক প্রকাশ করে। কিন্তু বর্তমানে অসুখ্যত করে এতদিনের জন্য বাংলা অসুখ্যত ও উন্নয়ন কখনও কখনও যেতে পারে। অন্যদৃষ্টিতে কাজ ঘটায়। নিউজ ও উপরতলার মানুষের মধ্যে যে সামাজিক নেতৃত্ব তৈরি হয়ে আছে তাকে নিউ করে তার সাক্ষরতা অভিযান। শিক্ষিত এবং ধনী-মানুষের ব্যতির সন্তান-সন্ততি বরখিরা মন নিয়ে নিজের কোনও খবরের প্রতি কখনও হুঁজুদ না করে বরন এই সকল লেনা-বিক্রম মানুষকে শিক্ষিত-সঞ্জন করার কয়েক হাত লাগায় তখন এই সকল অভিজ্ঞতায় মানুষের লক্ষ্যে নতুন করে ভাববার একটু সুযোগ পায়। অঙ্গের জগতের মধ্যে যে তারের বরখিরা সঞ্জন আছে এই অসুখ্যত সামাজিক উন্নয়নকে বিশালভাবে গ্রাস করতে সাহায্য করে। সাক্ষরতা অভিযানের আধিক্য বৃদ্ধ থেকে বৃদ্ধির হয়ে যায়। এই শিখিরে বাংলা মানুষের চিন্তা বৃদ্ধিতে কার্যকর খবরের মানুষের আত্মশ্রুতি হবে ঠাট্টা অসুখ্যত স্বাধীনতা কথা, প্রাচ্য সামাজিক ভাষা-ভাষার করে এই সাক্ষরতা প্রসারের কয়েক বাবা দিতে থাকবে, এতেও অসার হওয়ার কিছু নেই। এবং সম্ভাব্যতা ও বাবা এই দুই পদ-পদ-বিভাগী ভূমিকা দেখে শূন্যের যোগায় কারণ অনেক বড় হয়ে বাবে। চিরদিন অন্যায় আর অযোগ্য

বাবের জগতে জটিল—শোষণ-কন্যা নির্যাতন আর নিপীড়ন বারের শীলনের নির্যাতন সেই মানুষেরা এই সাক্ষরতা অভিযানের মধ্যে দিতে এক নতুন উপাধিক্য থাকবে এসে হাটের হতে পারবে। এই হতেই কথা হয় সাক্ষরতা অভিযানের সার্বাঙ্গিক প্রভাব দৃষ্টি-প্রসারী।

এই তাৎপর্য বাবা সঙ্গে এই অভিযানকে যোগ্য ভারতবর্ষ-যোগ্য হুঁজুর যোগ্য থাকে না কেন এই প্রশ্নটি অনেকের মধ্যে থেকে গিয়েছে। বড় বড় রাজা-পণ্ডিতে যেখানে নিরক্ষরতার পরিমাণ বেশি সেখানেই হারিয়ে বেশি করে উল্লেখ পড়বে। কলকাতার অসুখ্যত হারিয়ে জেনারেল এবং ইন্ডিয়া তাঁর ব্যাধিও প্রতিবেদনে একটি যোগ্যক কথা উল্লেখ করেছেন। সেই প্রতিবেদনে জানা গিয়েছে, ১৯৮০-৮১ এই সময়ে সাক্ষরতার কয়েক বাৎসরিক ব্যয় হয়েছে প্রায় ৩৯ কোটি টাকা। ১৯৮৪-৮৫ এই সময়ে এই ব্যয়ের পরিমাণ বেড়ে ৮৯ কোটি টাকায় উঠেছে। অঙ্ক করে নবশিক্ষার ব্যয় ৩৯ লক্ষ থেকে বয়ে ৪৯ লক্ষ হয়েছে। এত বিরাট সংখ্যার নিরক্ষর বাবা সঙ্গে এই অভিযান কেন?

পশ্চিমবঙ্গ ১৯৯১ সালে সাক্ষরতার যে হার ছিল এই সময়ের মধ্যে তা ১০ শতাংশ বেড়েছে। আর সারা রাজ্য জুড়ে যে অভিযান চলছে বাবা করা ব্যয় কয়েক বছরের মধ্যে এই রাজ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে এক অপমান্য সাফল্য অর্জন করতে পারবে। দৃষ্টি সাক্ষরতা নয়, সেই সঙ্গে সামাজিক উন্নয়ন, বিজ্ঞান-ভৌতিক বার্মানিকতা, স্বাধীন-সংশ্লিষ্ট ব্যাধির যে প্রকৃত উন্নতি হবে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বাংলার সমাজ সংস্কার ও পদার্থগত অভিযানের যে ঐতিহ্য আছে সাক্ষরতা অভিযান তারে আরও সমৃদ্ধ করবে—সম্ভবতঃই তা বাবা করা ব্যয়। □

শাক্তরতার আন্দোলন ও বর্ধমান জেলার জ্ঞানশিক্ষা তিলয়

মহকুম তালুক

পশ্চিমবঙ্গ শাক্তরতার আন্দোলন দেশ জুড়ে ছড়ি ছড়ি গড়ে উঠেছে, বিভিন্ন পন্থার এগিয়ে এসেছে এবং কয়েকটি জেলায় আন্দোলন হয়েছে। সারা ভারতের তুলনায় আমাদের গ্রাম্য শাক্তিক শাক্তরতার আন্দোলন অনেক এগিয়ে। শিক্ষা-বিদ্যারপন্থা, জ্ঞান ও শক্তির জন্ম। শাক্তিক মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে এসেছে। বোধ ও বুদ্ধি হচ্ছে মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই সম্পদের অধিকারীই হচ্ছে প্রকৃতির স্রষ্টা জীব। তারাই অপেক্ষাকৃত দূর্বল, যারা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। অশিক্ষিতের দূর্বলতা মানবকে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক শক্তিকার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। শূদ্র, বাক্যকার্যেব বঞ্চিত না। শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে বিরাট পার্থক্য তৈরি করে রাখে। এই পার্থক্যই হচ্ছে সমাজের প্রধান কারণ। শিক্ষালাভ প্রত্যেক নারী-পুরুষের জন্মগত অধিকার। এই অধিকার যদি স্বাধীনভাবে না পাওয়া যায় তাহলে মানবের উন্নয়নের পথ রুদ্ধ থাকে। ১৮৭১-৭২ সালে—“বেঁচে থাকার নিয়ম ইচ্ছা ও সামর্থ্যই হচ্ছে বেঁচে থাকার প্রকৃতগত লক্ষ্য। যে সমাজে প্রচুর মেরে আছে সে সমাজ ঠিকে থাকা স্বাভাবিক পরজাই আত্মকর্তাব্যক্তি দৃষ্টি সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষকনের দিকে অবশ্যগতভাবে সমাজ থাকে, জ্ঞান আর শিক্ষা, স্বাধীনতা আর বিদ্যা। সমাজের উপরই থাকে লোক চেতনা-পথে পরিণত থাকে আর নীতির থাকে লোক অর্থনৈতিক জীবনধারা বাস্তব বাস্তব জীবিত হতে সে সমাজের সমাজ থাকে অস্তিত্ব, এটাকে বলা যায়, অর্থনৈতিক পদ্ধতি। এই অস্তিত্বের ব্যাখ্যায় বর্ধমানের ব্যাখ্যা।”

‘সার্বজনীন শাক্তরতার অভিধান’ বন্ধন পড়েছে, তখন পশ্চিমবঙ্গ শাক্তরতার দায়

ছিল ১৭.৭২ পন্থা, অর্থাৎ শতকরা ৪২ জনের অধিক ব্যক্তি নিরক্ষর। পুরুষের মধ্যে শতকরা ৪২ জন ও মহিলাদের মধ্যে শতকরা ৪০ জনই নিরক্ষর। আর যদি পুরুষের মধ্যে ৪২ জন, আর শাক্ত নারীর মধ্যে শতকরা ৪৮.১২ জন, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের প্রায় অর্ধেক পুরুষের এক তৃতীয়াংশের বেশি ও নারীদের প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগ পড়তে লিপ্সিত জানতেন না। বৃহত্তরায় নিরক্ষর প্রায় ৩০ বছরে পুরুষ-নারীর শিক্ষার হার বেড়েছে বহুতর ৪০ থেকে ৪৭ ভাগ আর ১১ থেকে ৪৭ ভাগ অর্থাৎ বছরে গড়ে ১ ভাগ বেড়েছে।

আমাদের দেশের সর্ববিধানে নিম্নোক্তক নীতির ৪৬ নং ধারা কয় হয়েছে যে ১৪ বছর ফল পর্যন্ত সকল শিক্ষিত ব্যক্তি-হস্তক এবং অবৈতনিক শিক্ষা দিতে হবে। কিন্তু কয়েকটি গ্রাম্য জীবনে বেশির ভাগ গ্রাম্যই শাক্তিক শাক্তরতার দায় অত্যন্ত নিরাশ্রয়জনক। আমাদের গ্রাম্য পন্থারভেদে বিজ্ঞানশিক্ষার সংশ্লিষ্টক প্রায় জীবনের অন্যতম দায় হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে দেখাচ্ছে এবং আরও দৃঢ় করার চেষ্টা করছি। এই পন্থারভেদেই অন্যতম

প্রধান কারণ শিক্ষা ও শাক্তরতার আন্দোলনকে সর্বজনীন অভিধান হিসাবে জনমণ্ডলের কাছে নিয়ে যাওয়া এবং সেই কাজই পন্থারভেদে করছে, এতে জনমণ্ডল সহযোগিতা ও ভাল কাজ পাওয়া যায়।

কয়েকটি জেলাতেই শাক্তরতার প্রাথমিক কাজ বেশ করে শাক্তরতার প্রচেষ্টার কাজ পড়ে গিয়েছে এবং বর্ধমানে শাক্তরতার কাজ অনেকদূর সফল হয়ে যাবারদিকে শিক্ষা প্রকল্প হিসাবে জনশিক্ষা নিয়ন্ত্রণের কাজ এসেছে। বিশেষ শাক্তরতা অভিধানের শাক্তরতার ভিত্তিতে এই জেলাকে ১৯১১ সালে জাতীয় শাক্তরতার বিশদ শাক্তিক শাক্তরতা হিসাবে ঘোষণা করে। বর্ধমান জেলা জারজারের শাক্তরতার জেলা যে শাক্তরতা শিক্ষার কাজ থেকে এই স্বীকৃতি পেয়েছে। তারপর দায় বাড়াই বন্ধ হয়ে শাক্তরতার প্রকল্প চালু ছিল। এই শাক্তরতার অভিধানের প্রথমতঃ শাক্তরতার মানব তরফে নবজন্ম জ্ঞানক পন্থার ভিত্তির উপর স্থাপন করে, আর স্বাধীনতার শাক্তরতার উপর প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সমাজের পদ্ধতিগত অর্থের চেয়েমেরেরা অনেকই এখন মূল্যে রয়েছে। শাক্তরতার অভিধানের বর্ধমানে জেলার শাক্তরতার বাস্তবায়ন হল :

- (১) হলে পন্থা
- (২) শাক্তরতার প্রকল্পের প্রথম দায় (জীব গোপ)
- (৩) শাক্তরতার প্রকল্পের দ্বিতীয় দায়

- ১৯১০-১১ সালের থেকে ১৯১১-১২ সাল পর্যন্ত
- ১৯১১-১২ সাল থেকে ১৯১২-১৩ সাল পর্যন্ত
- ১৯১২-১৩ সাল থেকে ১৯১৩-১৪ সাল পর্যন্ত

শাক্তরতার প্রকল্প চালানোর অনুমোদন ছিল দায় পড়ে। কিন্তু এই দায় বছর পড়েও দেখা গেল যে, হলে শাক্তরতার

ওদের পদ্ধতিগত চালিয়ে যেতে ইচ্ছা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক অনেক উপায়ে মানব শাক্তরতার প্রকল্পের কাজ চালিয়েও

জায়গা। তাই বর্ধমান জেলার সাক্ষরতা সমিতি এক নতুন প্রকল্পের কথা বিবেচনা করে। অতীতকালে বারাবাহিকভাবে চলমানের জন্য প্রকল্প রচনা করে কেন্দ্র ও গ্রামের অনুমোদন নেয়। প্রকল্প চূড়ান্ত অনুমোদনের পূর্বেই সাক্ষরতা সমিতি 'স্ববর্তী' প্রকল্পের বর্ণালীকৃত আবেদন উপর সক্ষম করেই বারাবাহিক শিক্ষার কাজ শুরু করে। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি ছিল—যদিও বর্ধমানের জন্য সাক্ষরতা প্রকল্পের অনুমোদন নেওয়া। তাই বর্ধমান জেলার প্রকল্প ভারত সরকারের নির্দেশনামতে অনুমোদন নেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। আর্থিকভাবে তখনই একটি নতুন নীতি নির্ধারণের প্রয়োজন দেখা দিল। বর্ধমান জেলার সাক্ষরতার সাক্ষরতা ও সাক্ষরতা সমিতির প্রোগ্রামের জন্য অনুমোদন করে বড় অলাপ-খালেকানার পর কেন্দ্রীয় সরকার গ্রাম। সরকারের সুশাসিতভাবে বর্ধমান জেলায় পত্রিকাভিত্তিকভাবে 'জনশিক্ষা নিলয়' এর ধর্ম বারাবাহিক শিক্ষা প্রকল্পের অনুমোদন করে। এই প্রকল্প 'স্ববর্তী প্রকল্প' হিসেবে বর্ধমানের জন্য অনুমোদন দেওয়া। এই প্রকল্পের সাক্ষরতার উপর নির্ভর করেই দেশের অন্যান্য জেলার যেখানে সাক্ষরতার কাজ চলছে, সেখানে পরবর্তী সময়ে এই প্রকল্প চালু করা হবে। তাই বর্ধমান জেলার সাক্ষরতা সমিতির কাজে গৌরবোপক আবেদন, এই প্রকল্পকে সক্ষম করার পর চালুসঙ্গে সাক্ষরতার সম্মেলন নিয়ে বাস্তবায়ন করা হবে।

সাক্ষরতা অতিবাহিত যে সব নবসাক্ষরতা উঠে এসেছেন, তারা যতই বারাবাহিক তাঁদের পড়শালা গঠিত হতে পারেন এবং অতীত শিক্ষকে করে লাগিয়ে, জীবন-ব্যস্ত থাকতে উদ্যত করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে 'জনশিক্ষা নিলয়' ধর্ম প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য ও পরিচালনামূলক হল।

(১) নবসাক্ষরতার বারাবাহিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

(২) অতীত শিক্ষকে করে লাগিয়ে যতই তারা তাঁদের জীবনব্যস্ত থাকতে পারেন তার সুযোগ করে দেওয়া।

(৩) বারাবাহিক শিক্ষা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের মধ্যে নির্দিষ্ট যোগদানের জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করা।

(৪) নবসাক্ষরতার বারাবাহিক শিক্ষার প্রকল্পের জন্য প্রণালী ও পদ্ধতি নির্ধারণ করা।

(৫) পদ্ধতিগত সাক্ষরতা-বিষয়ক কার্য-কলাপের সঙ্গে যুক্ত করা এবং চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করা।

এই সাক্ষরতার প্রকল্প ও বারাবাহিক শিক্ষার জন্য 'জনশিক্ষা নিলয়' হবে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থাকবে—সাক্ষরতা কেন্দ্র, গ্রন্থাগার, পাঠাগার, খালেকানার উদ্দেশ্যে চৌকি, নবসাক্ষরতার বারাবাহিক শিক্ষার কর্মসূচি, খালেকানার সুযোগ-সুবিধা, গান-বাজনা ও বাস্তব-প্রয়োজনের বস্তু এক প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা।

এই জন্যই 'জনশিক্ষা নিলয়' সুবর্তী-ভাবে চলমানের জন্য প্রত্যেক জনশিক্ষা নিলয়ের লাইব্রেরির এই অন্যান্য পঠন-পঠন সম্বন্ধী, ফেরোসিন, কাঁচ, মোকদার, হাট, খালেকানার ও গান-বাজনার সম্বন্ধী ও যাত্রা ও প্রয়োজনীয় সমস্তী সম্বন্ধী করা হল। একটি পরিচালনামূলক কর্মসূচি উপস্থাপন করার ব্যবস্থা করা হল।

এই জন্যই 'জনশিক্ষা নিলয়' সুবর্তী-ভাবে চলমানের জন্য প্রত্যেক জনশিক্ষা নিলয়ের লাইব্রেরির এই অন্যান্য পঠন-পঠন সম্বন্ধী, ফেরোসিন, কাঁচ, মোকদার, হাট, খালেকানার ও গান-বাজনার সম্বন্ধী ও যাত্রা ও প্রয়োজনীয় সমস্তী সম্বন্ধী করা হল। একটি পরিচালনামূলক কর্মসূচি উপস্থাপন করার ব্যবস্থা করা হল।

এই জন্যই 'জনশিক্ষা নিলয়' সুবর্তী-ভাবে চলমানের জন্য প্রত্যেক জনশিক্ষা নিলয়ের লাইব্রেরির এই অন্যান্য পঠন-পঠন সম্বন্ধী, ফেরোসিন, কাঁচ, মোকদার, হাট, খালেকানার ও গান-বাজনার সম্বন্ধী ও যাত্রা ও প্রয়োজনীয় সমস্তী সম্বন্ধী করা হল। একটি পরিচালনামূলক কর্মসূচি উপস্থাপন করার ব্যবস্থা করা হল।

স্থাপন করা ঠিক হয়। সাক্ষরতা, প্রতি জনশিক্ষা নিলয়ের অবধি মোটামুটি ৫০০ জন নবসাক্ষরতা করে। বারাবাহিক সাক্ষরতার কেন্দ্রের পদ্ধতি হিসেবে তাঁরাই এই কেন্দ্রের পদ্ধতি গ্রহণ করেন। 'জনশিক্ষা নিলয়' চালু করার জন্য যে-সকল পদক্ষেপ নেওয়া হয় তা হল:

(৩) প্রতিটি জেলায় কতগুলি 'জনশিক্ষা নিলয়' স্থাপন করার প্রয়োজন তা ঠিক করা।

(৪) কোথায় এবং কোন ব্যক্তিকে 'জনশিক্ষা নিলয়' হবে তা ঠিক করা।

(৫) কোন ব্যক্তি 'জনশিক্ষা নিলয়' পরিচালনা করবেন তা নির্দিষ্ট করা।

(৬) জনশিক্ষা নিলয় নবসাক্ষরতার নাম নির্ধারণ করা।

যেহেতু 'জনশিক্ষা নিলয়' একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান, তাই কেন্দ্র ধর্মের পূর্বেই একটি, সাক্ষরতা অবলম্বন করতে হবে, যেন যখন যখন পরিচালনা না হয়। জনশিক্ষা নিলয় স্থাপন করা হবে প্রায়শই খালেকানার কেন্দ্র, প্রাথমিক সাক্ষরতার কেন্দ্র, খালেকানার কেন্দ্র এবং গ্রামীয় পাঠাগারে। জনশিক্ষা নিলয় যিনি পরিচালনা করবেন অর্থাৎ প্রত্যেক তাঁকেই বাস্তব হবে এমন ব্যক্তি যিনি খালেকানার যতই উৎসাহী এবং কল্যাণের পরিচরিত হার কোনও পাবার আকাঙ্ক্ষাই নেই। তিনি এক-একটি কেন্দ্রই এককভাবে প্রত্যেক হিসেবে নেওয়া উচিত, যেহেতু প্রায় সমস্ত কেন্দ্রই বর্ধমান জেলায় সাক্ষরতার কেন্দ্র নিয়ে একটি 'জনশিক্ষা নিলয়' হবে, তাই খালেকানার কেন্দ্রের মধ্যে থেকে এককভাবেই প্রত্যেক হিসেবে ঠিক করতে হবে। যিনিও ও তৎসমী ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত হতে প্রত্যেক হিসেবে যেন সুযোগ পান সে বিধিত সক্ষম করতে হবে।

'জনশিক্ষা নিলয়' গ্রন্থাগারের জন্য খালেকানার যিনি ব্যক্তি প্রয়োজন। জনশিক্ষা নিলয় যেহেতু খালেকানার কেন্দ্র, প্রতিষ্ঠান, তাই জনশিক্ষা নিলয় থেকে পদ্ধতিগত।

যায় উন্নয়নের জন্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয়
উদ্যোগ পালন, তার ব্যবস্থা করতে হবে।
এই লক্ষ্যকে মাঝারি স্কেলেই বিভিন্ন ধরনের
পুষ্টিকা প্রকাশ করতে হবে। বর্তমান ও
রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগের তরফ থেকে
নবায়নকার্যের সূচনামত ব্যাপ্তি করা
যাওয়াবিকল্পে নানারকম তথ্যসংকলন
পুষ্টিকা তৈরি করছেন। জনশিক্ষণ
নিলয়সহ পঞ্চায়তের জন্য নানারকম
সম্পদসমৃদ্ধি বহিঃস্থিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার
চেষ্টা হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সরকারি
বিভাগ, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন
স্বাস্থ্যসেবা সংগঠন যারা বিভিন্ন প্রকল্পে
প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন তাঁদের সঙ্গে আলোচনা
করে পুষ্টি কর্মসূচি গ্রহণ করা
হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার
লক্ষ্যে বিভিন্ন নির্দিষ্ট জনশিক্ষণ নিলয়সহ
কেন্দ্রভিত্তিক প্রয়োজনীয়তার মধ্যে বিভিন্ন
বহিঃস্থিক কাজের উপস্থিত উপকরণ
সমন্বয় করার চেষ্টা চলছে। এ থেকে ১০

বছর পরপর্যন্তই বিশৃঙ্খল প্রাথমিকভাবে
সাক্ষরতার অভাবের দৃষ্ট করে ধর্মীয়
চেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তাই এদের
বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নিয়ে ছেত
হচ্ছে। মাতাবিকল্পেই অনেক নতুন
বিদ্যালয় স্থাপন করতে হয়েছে এবং
প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে বর্ধিত ছাত্র
সংখ্যানের ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

সাক্ষরতার উন্নয়ন পাঠ্যক্রমের সঙ্গে দৃষ্ট
না থাকলে নবায়নকার্য বা কিছু কিছুক্ষেত্রে
তা কুলে ছেত পাঠ্যক্রম, এমনকি আবার
নিরক্ষরও হয়ে যেতে পারে। এই পরিণতি
হতে বাঁচতে একমাত্র উপায় হল মাতাসাক্ষর
ব্যক্তির সাক্ষরতার পাঠ্যক্রমের সঙ্গে দৃষ্ট
রাখা এবং জনশিক্ষণ নিলয়সহ নিয়ে আসা।
যার ও হয়ে ১০ বছর বয়সের বৈশিষ্ট্য
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হই তাদের
অন্যে পাঠ সমাপ্ত করার আগেই নতুন
যাত্রা বন্ধ করে এবং আবার নিরক্ষরে
পরিণত হয়।

এই অবস্থা দেখা দিলে উন্নয়নতা ও
নিরক্ষরতা দৃষ্ট করতে আমাদের লক্ষ্য বার ও
পরিণত বিকাশ হতে দায়। বর্ত্ত, বিভিন্ন
সমন্বয়কার্যের সাময়িক অবস্থা
অপরিসীম হইছে দেখে যাবে। আমরা কি
এই পরিণতি অবশ্যম্ভাবী বলে মনে
কেন? নিশ্চয় না। আমাদের কর্তব্য হবে
চেষ্টা করা যাতে সর্বজনীন সাক্ষরতা
অভিযানের সঙ্গে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই যাদের
বয়স ও বছর থেকে ১০ বছরের মধ্যে, তাদের
প্রত্যেককে কমপক্ষে ১ বছর অন্তত ভালভাবে
প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা।
যার অপরিসীম যারাবিক শিক্ষার যথা
মানে বিচারে জীবনের সঙ্গে দৃষ্ট করে
মানুষকে স্মৃতিভর, সন্তোষ ও স্মারকস্বী
করে তোলা। সাক্ষরতা, সাক্ষরতার ও
জনশিক্ষণ নিলয়সহ মাঝে মধ্যে আর্থিক
জ্ঞান থেকে দৃষ্ট করে জীবনের প্রয়োজন-
স্বার্থের উপলক্ষ্যেই সাক্ষরতার সাক্ষরতার দৃষ্ট
লক্ষ্য। এই পক্ষেই আমরা এগিয়ে চলছি।

যাযাত্রী সরকারের নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানের অন্তর্ভুক্ত প্রাথমিক সাক্ষর হয়েছে বা হতে চলছে।

উল্লেখ্য ভবিষ্যতে জন্য প্রতি মানুষের অক্ষরজ্ঞান প্রয়োজন। জন্ম, আমরা সবাই মিলে প্রতিটি ছাত্র সাক্ষরতার প্রথম কক্ষের দৃষ্ট।

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল টেট কমিটারি কো-অপারেটিভ কেডারশন লিঃ

(পশ্চিমবঙ্গ সংসদীয় সভার আয়োজনের দ্বারা সন্থা)

পি ১৩১/১, ডি আই সি রোড (এম ভল), কলিকাতা-৭০ ০৪৪

ফোন: ০৫-৪২০১/০৪-৪০১৪

সমিতির অধীনস্থ সংসদীয় সভার সমিতির সংখ্যা

(ক) প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা—৮৭০ (খ) কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যা—১৮

কেডারশনের উদ্দেশ্য: সমতার আন্দোলনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় মনোভাবের সার্বিক উন্নয়ন।

বর্তমান কার্যকলাপ: অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক মনোভাবের উপায় গ্রহণ ☐ মনোভাব দৃষ্ট, প্রজ্ঞান জ্ঞান-পালন ☐ মনোভাব ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক কাজের প্রয়োজনীয় প্রচারিত সন্থা ☐ মনোভাবের সামগ্রীর আনুষ্ঠানিকতা এবং বাস্তবিকভাবে সাহায্য প্রদান ☐ বিশেষ আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা ও দৃষ্টভিত্তিক জীবন তৈরি প্রকল্প ☐ সমন্বিত মনোভাবের সমতার সমিতিগুলির সার্বিক উন্নয়নের জন্য মেসিনারি ও ৩২ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কো-অপারেটিভ কেডারশন-এই কমিটির (এন সি ডি সি) প্রকল্প চালু।

ভবিষ্যৎ কর্মসূচি: উপরোক্ত কার্যকলাপের সাথে সাথে হাওয়া ও হৃদয় মেলায় এন সি ডি সি প্রকল্পের সাক্ষর সম্প্রদায় ☐ কলিকাতা এবং পানবর্তী এলাকার জনসাধারণের সেবার দৃষ্ট মনোভাব প্রকল্প।

শ্রী. BENFISH কর্তৃক বোর্ডের সংসদীয় ও সংসদীয়দের

সাধারণিক উন্নয়নে প্রতি একটি একটি দৃষ্ট সন্থা।

THE BURDWAN CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD.

Regd. Head Office : G. T. ROAD, BURDWAN
WEST BENGAL ● PIN-713 101

Becoming the biggest District
Central Co-operative Bank in
the Eastern Region of India

SAVE WITH US AND EARN MORE

... ..
The Bank at a glance (Rupees In Lac)

OWNED FUND	: : 1533.00
WORKING CAPITAL	: : 16200.00
DEPOSIT	: : 11573.00
LOANS & ADVANCES	: : 7945.00
NET PROFIT (92-93)	: : 307.46
NO. OF BRANCHES	: : 34

A Bank by the People and for the People of Burdwan
District since 1917 in Service to the Nation

77 Years service to the Nation
in the field of Co-operation

... ..

YOUR DEPOSIT WITH US IS FULLY SAFE LIKE THAT
OF NATIONALISED BANKS COVERED UNDER
DEPOSIT INSURANCE SCHEME.

WE PAY INTEREST $\frac{1}{2}\%$ HIGHER AT EVERY STAGE
OF DEPOSITS THAN THAT OF OTHER BANKS

... ..

সাক্ষরতা ও নারীমুক্তি

ভারতীয় রায়

মানুষ যাকেই হোকনা। অসার, জড়ভার, ফলা, অসার, অসার—এসবের জড়কে আঁকড়ি নারী-পুরুষ সকলেই। এই বন্ধতা থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রথম হাতিয়ার হল শিক্ষা। আর সেই শিক্ষাই প্রথম বাস সাক্ষরতা। শিক্ষা সকলেই চাই। তাই নারী-পুরুষ-নির্বিদ্বেষে সকলেই সাক্ষর হোক এটাই কাম। কিন্তু এ প্রচেষ্টার স্বার্থ নারীকেন্দ্রিত এবং নারীমুক্তির প্রাসঙ্গিকতার সাক্ষরতা বা সাক্ষরতা প্রকল্পের একটি আলাদা পুরুষও আছে।

নারীর যে মানুষ হিসেবে একটি স্বতন্ত্র জীবিত জগৎ এবং সেই জীবিত যে পুরুষ-নিরপেক্ষ, একথা আজ নারী নিজেও বুঝে গেছে। যেহেতু তার পছন্দের নিষেধ করেন তার জীবনযাত্রা, আর তারপর সে পরিচিত হয় স্মারীর পছন্দের।

সমসাময়িক যৌন পছন্দ যেনো রাসা ধর, বাবার ধর আর শোবার ধর—এই হল নারীর জীবনযাত্রার সীমানা। আত্ম সে সেখানেই নিষেধিত। স্মারী-সেবা, স্মারীর সন্তান মতে বাস আর সেই সন্তান পুনর্নয়িত তার জীবনের পর ও ভর উপেক্ষা। এই উপেক্ষা শিক্ষার উদ্দেশ্য করেই তার যৌনতা থেকে মুক্ত তোলা হয়। তাকে শোখানো হয় যে সে সবারক সেবে বেশি, কিন্তু সবার থেকে নেবে সামান্য—সেটাই নারীর জীব। এর পরও কিন্তু সবার নারীর হয় না, নারী সবারের হয়। সেখানে তার কোনও আত্মনি জীবিত সেই, মরণ্য সেই, সেই কোনও ইচ্ছার বাস। আর স্মারীকায়? তার তো প্রসব ওঠে না। সামান্যভাবে মেয়েটা কিন্তু নিজেদের এই পার্যায়িক ও মানসিক পরাবীক্ষা সম্পর্কে অগতঃ। তাই তার পরাবীক্ষা জীব

কাজের হয়ে উঠতে পেরেছে। এ থেকে মুক্তি পেতে হল সবার বাসে বসার নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে সন্তোষ। উপরন্তু শিক্ষাই পারে অতঃপরে হতে জাগতে। তাই সাক্ষরতাই হল নিরক্ষর মেয়েদের জীবনে আলোর প্রথম সন্তোষ।

সাক্ষরতা তাদের অক্ষর মেয়ে, বই-পড়ার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে—আর এই পথেই অসার পৃথিবীর যোজনা বুঝে পড়বে তাদের চোখের সামনে। সবারের সাক্ষর প্রাণীকরণের বাইরে এসে তারা নিজেদের নতুন করে চিনতে শিখবে, জীবনকে ভালবাসবে নতুনভাবে, পুরুষ নারী হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবে এই পৃথিবীকে তার অনেক কিছু দেবার আছে, পৃথিবীর কাছে থেকে পাওয়ারও আছে অনেক। সেই মেয়ে-মেয়েদের কথা দিয়ে সে জীবন পৃথিবীর দিকে এগাবে। সাক্ষরতার উদ্যোগে, সাক্ষরতাপ্রকল্পে সাক্ষরতাসেতার উদ্যোগে যত করেও করার প্রায়-পথে, পাড়ার পাড়ার পুরুষ সাক্ষরতা কেন্দ্র তৈরি হয়েছে। নিরক্ষর মানুষও কিছুটা পড়তে-লিখতে শেখানোই এদুসার উদ্দেশ্য। কিন্তু নিরক্ষর বা প্রাচীন-নিরক্ষর মেয়েটা মেয়েদের জীবনে এই সাক্ষরতা পুরুষত্বের আরও একটি পুরুষ চুক্তি করেছে। সবারের একমুখে আর বসে বসে শিশুদের সাক্ষরতা এই পুরুষত্বের আরও একটি পুরুষত্বের জীবনে বসে বসে শিশুদের সাক্ষরতা প্রকল্পে মেয়েদের উপহার তুলনামূলকভাবে বেশি। এই প্রকল্পের সঙ্গে বরাবর তাঁরা মেয়েদের সাক্ষর অভিজ্ঞতা নিয়ে পড়েন না। বরাবরই

কিন্তু এসেছে সাক্ষর হারান পুরুষ নিজে, যৌন যৌন মেয়েদের মেয়ে নিয়ে এসেছে জীবনযাত্রার বা, পুরুষদের মেয়েটা এসেছে পথের বাইরে, জীবনযাত্রার জীবিত-উপজীবিত মেয়েটা এসেছে পুরুষের আশ্রয় থেকে নিয়ে। পুরুষেরাও কয়েক কয়েক এখানে তারা এক অন্যর সঙ্গে কথা বলে, পুরুষ পুরুষের সমস্যার কথা বলেন, যেকার চেষ্টা করে, সাক্ষরতা পরামর্শ দেয়। এইভাবেই তাদের মধ্যে এক বন্ধনের জোড়বন্ধনের মনুষ্য জীবিত। সাক্ষরতা কেন্দ্রত্বের উচিত এই পুরুষের সাক্ষরতা করা। তাঁরা এই পুরুষত্বের পড়ান তাঁরা বরাবর পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে এইসব মেয়েদের জীবিত অক্ষর সাধারণ সমস্যা বা কর্মজীবনের কথাবার্তা বলেন এবং এখানেও তাঁদের পুরুষত্বের চিন্তা-ভাবনা করতে শেখান তাহলে একটি পুরুষ সাক্ষরতার পর প্রমাণ হয়।

সাক্ষরতা প্রকল্পে জল সন্তোষ যথেষ্ট একজনকে যৌনজীবিতের লিখিত-পড়তে শেখানো যায়, সামান্য হিসেবের কয়েক সাক্ষর করে তোলা যায়। শিক্ষার সামগ্রিকতার তুলনায় এটাই অবশ্যই সামান্য। কিন্তু তারও মধ্যে তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশে এই সামান্যত্বের পুরুষও কিছু কম নয়। সেখানকার সঙ্গে সঙ্গে জীবিত সাক্ষরতার নিজেদের জীবিত অধিকার সম্পর্কে ওজাতিকরণ করে তোলায় তাহলেও এই প্রকল্পের একটি চুক্তি আছে। এ সবার পান্যপানি মেয়েদের বিনেভাবে সাক্ষরতার বিস্তার সন্তোষ করে তোলা ঘটনা। নারীর উপর পুরুষের যে নিষেধের পার্যায়িক এবং

মানসিক প্রকৃতি—এক অস্বাভাবিক কনসার-
মতো মানসিক শিক্ষার প্রয়োজন। সত্যের-
সেবার বাইরেও যে যেহেতুর অনেক কিছু
সেবার আছে, মানস আছে, কঠোর আছে—
এটাই সবার মনুষ্য ভাবের যোগ্যতায়
বিস্তার। সেই জন্য বা সেবার আকাঙ্ক্ষাটাই
যদি একবার ভাবের মনে আঁকিত হতো
বাম, ডানদিক ভিন্ন দিকের উপস্থিতি
পড়বে, জানবে, শিখবে। এইভাবেই
সাক্ষরতা প্রকাশ পূর্বক শিক্ষার একটি

পথ তৈরি করে দিতে পারে।

এক সবার পুরণ এ কথা কিন্তু মনে
রাখতেই হবে যে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে নারী-
সভ্যতাব্যবস্থার দাঁত ঘরে পড়বে না। পাশাপাশি
পুরুষেরও সমানভাবে সচেতন হওয়া
প্রয়োজন। তা না হলে নারী-পুরুষের
বিরোধই পুড়ে পড়বে, বাসল সমস্যার
কোনও সমাধান হবে না। তাই সাক্ষরতা
প্রকল্পের মধ্যে দিতে যেহেতুর সঙ্গে সঙ্গে
পুরুষেরও যোগ্যতার প্রকৃতি করা প্রয়োজন

যে যেহেতুর তাদের পাশাপাশি সমান ওয়েল-
থ্যা কেলে হাটলে নারী-পুরুষের পারস্পরিক
লাভ। কারণ জীবন হল নারী-পুরুষের
সম্মিলন।

এইভাবেই সাক্ষরতা বাস্তবের সমাজকে
নারীশিক্ষার মনে দিতে না পারলেও নারী-
পুরুষের সম্মিলনকে অত্যন্ত দিতে পারবে।
নারী-সাম্প্রদায়িক পরিপ্রেক্ষিতে কখনোই
সাক্ষরতা অভিযানের ঐতিহাসিক
সাক্ষরতা। □

The State Bank of India Staff Association Co-operative Society Bank Limited.

11, ABDUL HAMID STREET, CALCUTTA-700 069.

PHONE: 249-9413, 248-2621

MEMBERSHIP OVER 28,000

Area of Operation: Membership spread over the Branches of STATE BANK OF INDIA in the States of West Bengal, undivided Assam, Orissa, Bihar, U. P., H. P. Delhi, Punjab, Jammu & Kashmir, Hariyana & Rajasthan.

WORKING CAPITAL: OVER RUPEES SIX (6) CRORES

Deposit Scheme:

- * Recurring Deposit Scheme as per list.
- * Minor Accounts allowed as per Banking Rules.
- * Premature encashments as per Banking Rules.
- * Nomination Under Section 45 ZA of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 2(1) of the Banking Companies (Nomination) Rules 1985 in respect of Bank Deposits.

Rates of Interest for various Deposit Scheme with immediate effect.

RATE:—SAVINGS BANK A/C: 6.25% with Interest on daily Product.

TERM DEPOSIT:

Period of Deposit Rate

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. 46 days and above up to 1 year | 11.25% |
| 2. Above one year | 11.50% |

&

Attractive Recurring Deposit Scheme & Reinvestment Scheme.

OUR MEMBERS ARE OUR CUSTOMERS: OUR CUSTOMERS ARE OUR MASTERS.

জকল মানুষকে সাক্ষর, সক্ষম ও সচেতন করে তোলাই আমাদের লক্ষ্য

জনশিক্ষা প্রসারস্বামী শ্রীমতী লক্ষ্মী কুমার

৮ সেপ্টেম্বর। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। ১৯৬৫ সালে ভিয়েনায় ৮ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিশ্বের নানা দেশের শিক্ষামন্ত্রীদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডাল্ট লিটারেসি সিম্পোজিয়ামের আয়োজিত এই ভিয়েনায় সম্মেলনের যৌক্তিক অনুষ্ঠানটি ৮ সেপ্টেম্বর তারিখটি ১৯৬৬ সাল থেকে প্রতি বছরই আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস হিসেবে সপ্তম বিশ্ব বিশ্ববিশ্ব করে তুলে। বিশ্ব তালিকাভুক্ত করে গণিত হয়ে আসছে। এই দিনটিতে আমরা স্মরণ করছি সেই সমস্ত ধর্মাবলম্বী এবং সাক্ষরতা আন্দোলনের কর্মীদের যারা পৃথিবীরকোণে সাক্ষরতামূলক কর্মসূচি নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

আমরা আমরা প্রায় ২১ শতকের যোগসাজ্যের সৌখিন্য, অসংখ্য বিশ্বায়ণের ফলে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বাভিত্য। একদিকে বিশ্বায়নের বিশ্বায়নকর অগ্রগতি, অপরদিকে ক্রমবিকাশের মানব, একদিকে শ্রমোন্নয়ন যৌগিক এগিয়ে চলেছে তথাকথিত শ্রমিক মানব ও প্রচুর নিম্ন, আর অন্যদিকে উন্নয়নশীল ও অর্থনৈতিক যৌগিকতার অগ্রগতি মানব পড়ে আছে অজানতার অন্ধকারে আর ধর্মের সীমাহীন ব্যাধিত্য। এটা সমস্যাটাই জানা যে শিক্ষার সীমাবদ্ধতার চরিত্রটি হচ্ছে সাক্ষরতা এক সমস্যাটাই এসে গেল সাক্ষরতা। এর ফলে মানবের কর্মক্ষমতা হ্রাস এবং উৎসাহের হ্রাস। অর্থনৈতিক ও উন্নয়নশীল সীমাবদ্ধতার ফলে সর্বসাধারণের সর্বসাধারণের সাক্ষরতা হ্রাসের মানব সম্পদে পরিণত করা হয়। এই সীমাবদ্ধতার অগ্রগতি অগ্রগতি। আমাদের দেশের সর্বসাধারণের সীমাবদ্ধতা।

এই অজানত লক্ষ্যবাহনক হলেও সত্য

যে বিশ্বের প্রায় ১০ কোটি নিরক্ষরের প্রায় অর্ধেকের বাসভূমিই হচ্ছে ভারত। ১৯৮১ থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে দেশে সাক্ষরতার হার ৮.৫ শতাংশ বাড়লেও নিরক্ষর হ্রাসের প্রায় ১৫০ লক্ষ, অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরতার হার ১ শতাংশ বাড়লেও নিরক্ষরের দাঁশ প্রায় ৮ লক্ষ। এর কারণ স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কিন্তু হ্রাস কারণ ব্যাধিত্য বা অজানতা ও যৌগিকতার যৌগিকতা। এই অজানতা ও যৌগিকতা হ্রাসের জন্য প্রয়োজন সাক্ষরতা আন্দোলন। এই আন্দোলনের মাধ্যমে নিরক্ষর মানবকে সাক্ষর করা হওয়াও সম্ভব সচেতন করে তোলা হয় যাতে তারা পুরুষ-মিত সচেতন হয়ে পড়ে এবং ক্রমবিকাশের হ্রাস পড়ে। পুরুষ তাই নয়, যাতে তারা দেশের প্রগতিতে অগ্রগতি তুলে দিতে পারে সেজন্য তাদের শিক্ষাকে জীবন-ব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত করা এবং আর্থিক-বাস জীবনের তোলাও এই কর্মসূচির অঙ্গের উদ্দেশ্য।

সাক্ষরতার জন্য আন্দোলন আমাদের দেশে নতুন কিছু নয়। স্বাধীনতার আগেও এ কাজকে বৈশ্বায়িত্য কাজ করেই চলে আসছে। স্বাধীনতার পরেও সাক্ষরতার জন্য প্রচেষ্টা এ বিশ্বের গ্রহণ করেছে। অনেক সীমাবদ্ধতার প্রতিষ্ঠানও মানবজীবন সাক্ষরতা প্রসারের কাজ করেছে, কিন্তু সরকারের সাক্ষরতার অগ্রগতি ও প্রচেষ্টা নানা হ্রাস বাক্যের আশ্রয়স্থল ফল ফেলেনি। তাই রাজ্য বাসভূমিতে সীমাবদ্ধ অনুষ্ঠান নিরক্ষরতা হ্রাসকর্মের উদ্দেশ্যে ১৯৮৭ সালের ৮ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্র সাক্ষরতা প্রচার সচিবতা তালিকাভুক্ত করে। ১৯৮৮ সালে রাজ্য সরকার এ কাজের জন্য গঠন করে জনশিক্ষা

প্রচার বিভাগ—ভারতের অন্য কোনও রাজ্যে বা নেই। সেই বছরই কেন্দ্রীয় সরকারও গঠন করে রাষ্ট্রীয় সাক্ষরতা দিবস।

১৯৯০ সালের ৮ সেপ্টেম্বর অর্থনৈতিক আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পুরুষ হল এ রাজ্যে সাক্ষরতা অভিযান। সরকার, স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান ও সচেতন নির্বাহীদের সচেতন মানবের অগ্রগতির মাধ্যমে সচেতন মানবের অগ্রগতির ১০টি জেলায় প্রায় ১০১ লক্ষ মানবকে সাক্ষর করার অভিযান চলছে। ইতিমধ্যে ৫টি জেলায় পুরুষ মূল্যায়ন ও ৫টি জেলায় আর্থনৈতিক মূল্যায়নের মাধ্যমে ৫৬ লক্ষ ১০ হাজার মানবের মূল্যায়ন হয়েছেন এবং প্রায় ৬১ লক্ষ পুরুষের জন্য ৮টি জেলায় সাক্ষরতার কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। আরও ৫টি জেলায় অভিযান চলছে এবং বাকি ২টি জেলাতেও এ কাজ শীঘ্রই শুরু হবে।

প্রায় সাতটি দিন বছরের এই অভিযানের ফলে পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষর মানবের সংখ্যা থেকে বাড়িয়েছে ৩ কোটি ১২ লক্ষের ৩৭২ এবং সাক্ষরতার আর্থনৈতিক হার ১৯৯১ সালের ৫২.৭০ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৫২.৭০ শতাংশ। কিন্তু এতে আমাদের আর্থনৈতিক কোনও অগ্রগতি নেই। কারণ অজানতা এবং সর্ব সাক্ষরতা অভিযানকে জন-আন্দোলনের হ্রাস দিতে পারিনি এবং সব জেলায় এই আন্দোলন সর্বজনের মানবকে সাক্ষরতাতে যুক্ত করাও হয়নি। এ হ্রাস অগ্রগতির কারণটাই হবে। আরও একটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে সচেতনতার সাক্ষরতা অভিযান হয়েছে সরকারি অর্থায়নে। এ প্রশাসনিক প্রক্রিয়া।

বীর্ষবিন ছরে এটা নাও চলতে পারে, কিন্তু সাক্ষরতার আন্দোলন আরম্ভের চামাতেই হবে—বু-পাঠ বহুতর করা নয়, বাগবাঁধিও-ভায়ে। তাই প্রতিটি স্বাভাবিক দল, দল-সংগঠন ও শিক্ষানুষ্ঠান সমাজ সচেতন বান্ধুকে নিজ নিজ উদ্যোগে ইলুমি-বু-চ সচেতন করে তুলতে হবে, যা সহকারি অর্থ ছাড়াই সাক্ষরতা অভিযানকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

বীর্ষবিন ছর অভিযান চলার কালে কোনও কোনও জেলায় পড়ুয়া এবং স্বেচ্ছাসেবীদের ছর রাখার ক্ষেত্রে কিছু কিছু সমস্যা হচ্ছে, তবে এ সমস্যা স্থানীয় বান্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সমাধানও করা হচ্ছে।

স্বেচ্ছাসেবী প্রশিক্ষকের সহায় সমাধানের জন্য সেই এলাকার কর্মরত অথবা অবসর-প্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভবিষ্যৎ প্রকল্পের কথা মনে রেখে আরও বোঁধ করে এগিয়ে আসতে হবে এবং প্রাপ্তবয়স্কতা ও ভালগালা ঘিরে সাক্ষরতা কেন্দ্রগুলি চালিয়ে যেতে হতে।

এটা পরিষ্কার যে বান্ধুকে সাক্ষর করে তোলায় আন্দোলন প্রকৃতই একটি সামাজিক আন্দোলন, একটি জাতীয় আন্তর্জাতিক আন্দোলন। তাই এখানে সংকীর্ণতার কোনও স্থান নেই, থাকতেও পারে না এবং কোনও সমাজ সচেতন বান্ধুই এর বিরোধিতা করতে পারে না—একথা মনে

রেখেই গণ-আন্দোলনকেও তীব্রতর স্বর্ণশক্তি নিয়ে সাক্ষরতার পরিবেশ করে তুলতে সাহায্য করতে হবে। অভিযানের সফলক ইতিবাচক দিকগুলো সঠিকভাবে তুলে ছর শিক্ষিত সম্প্রদায়কে স্বেচ্ছাপ্রম দিয়ে এবং পড়ুয়াদের কেন্দ্র বেতে উদ্দীপ্ত করতে হবে।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতার এই দিনটি দশম মেমোরি দিন। তাই আসনে আমতা প্রভাবান্বিত মনোভাব নিয়ে চলতে নির্বিশেষে রাজ্যের সমস্ত নিরক্ষর বান্ধুকে সাক্ষর, সচেতন ও সক্ষম করে তুলে আমাদের সামাজিক ভণ পরিণামে করার দৃঢ় অব্যাহার গ্রহণ করি। সকলকে জানাই আন্তর্জাতিক মনোভাব ও শুভেচ্ছা—সম্প্রদায়। □

ভাণ্ডার

- ভাণ্ডার প্রতি বাসের গ্রন্থাগারে নির্মিত প্রকাশিত হয়।
- ভাণ্ডারে সবধরনের লেখা পাঠাতে আঞ্জৌ লেখকদের অনুমোদন লাগানো হচ্ছে।
- বছরের সাথে সহিম ছবি পাঠিয়েছে না। কারণ লুক জালো হবে না।
- লেখা পরিষ্কার হস্তাক্ষরে অথবা টাইপ করে এক পৃষ্ঠায় লিখে সম্পাদকের টিকানায় পাঠান।
- অমমোদিত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না।
- গ্রাম বাংলার সবধরনের সমিতিসমূহের সবধরনের পাঠান।
- ভাণ্ডার বিক্রেতার লুক আকর্ষণীয় করে একেই হওয়ার লুক সম্পাদকের লিফট লিখুন।

গ্রাহকদের গুণি

আগামী জানুয়ারি, ১৯৯৫ থেকে প্রতি সপ্তাহে ভাণ্ডারের দাম হবে পাঁচ টাকা। বার্ষিক চালির হার হবে পঞ্চাশ টাকা এবং আর্থিক গ্রাহকদের চালির হার একই থাকবে—একমাসের পাঁচ শত টাকা।

□ সম্পাদক

WEST BENGAL STATE CO-OPERATIVE UNION

4, Gangadharbabu Lane, Calcutta-700 012

Calendar of Courses for the year 1994-95

Name of the Centre	Sl. No.	Name of the Course	Duration	Period From To		Intake capacity	Remarks
CTC Uttarpara	1.	Leadership Development Course for women leaders of Co-op. Bank and Credit Societies.	1 week	5.12.94	9.12.94	40	For non-official women leaders of Co-op. Bank and Credit Societies.
	2.	Workshop on Co-op. Statistics.	1 week	12.12.94	16.12.94	35	In collaboration with Co-op. Directorate (Statistic Cell).
	3.	S. T. Course for Employees and officers of Urban Cr. Co-ops. & Urban Co-op. Banks.	1 week	19.12.94	23.12.94	40	For employees of Urban Co-op. Banks & Credit Societies.
	4.	S. T. Course for Employees of Consumers' Co-operative Societies.	1 week	26.12.94	30.12.94	25	Employees of CONFED & Wholesale Cons. Co-op. Societies—In collaboration with CONFED.
	5.	S. T. Course for Tribal women members of LAMPS.	1 week	2.1.95	6.1.95	30	For women members of LAMPS—In collaboration with W.B.T.D.C.C. Ltd.
	6.	Course on B.D.P. for CACP-FACS	1 week	9.1.95	13.1.95	30	For M.D. /Employees—In collaboration with CADC.
	7.	Diploma Programme in Co-operative Management.	12 weeks	2.1.95	24.3.95	55	For Institutional Candidates.
CTC Bardul	1.	S. T. Course for women members of LAMPS.	1 week	5.12.94	9.12.94	30	For women members of LAMPS—In collaboration with W.B.T.D.C.C. Ltd.
	2.	S. T. Course for women members of LAMPS.	1 week	12.12.94	16.12.94	30	—do—
	3.	S. T. Course on Orientation in Tribal Dev. through LAMPS.	1 week	19.12.94	23.12.94	30	For C.E.Os, employees & office-bearers of LAMPS, staff of W.B.T.D.C.C. & Inspector of S.C. & T.W. Deptt.—In collaboration with W.B.T.D.C.C. Ltd.
	4.	Leadership Dev. Course for PACS.	1 week	20.12.94	30.12.94	30	For selective PACS—In collaboration with Bardwan C. C. Bank Ltd.

Name of the Centre	Sl. No.	Name of the Course	Duration	Period From	To	Intake capacity	Remarks
CTC Bansul	5.	S. T. Course on Orientation in Tribal Dev. through LAMPS.	1 week	2.1.95	6.1.95	30	For C.E.Os., employees & office-bearers of LAMPS, staff of W.B.T.D.C.C. & Inspector of S.C. & T.W. Deptt.—In collaboration with W.B.T.D.C.C. Ltd.
	6.	Management Dev. Course for LAMPS.	1 week	9.1.95	13.1.95	30	For Directors & prospective Directors of LAMPS—In collaboration with W.B. T.D.C.C.
	7.	S. T. Course on Orientation in Tribal Dev. through LAMPS.	1 week	16.1.95	20.1.95	30	For participants
	8.	S. T. Course on Fertiliser Business.	1 week	30.1.95	3.2.95	40	For the employees of PACS & PAMS
	9.	Leadership Development Course.	1 week	6.2.95	10.2.95	30	Non-official leaders of Co-operatives.
	10.	Course on Business Dev. Plan.	1 week	13.2.95	17.2.95	40	For Directors and employees of PACS.
	11.	S. T. Course on Deposit Mobilisation.	1 week	20.2.95	24.2.95	30	For the employees of PACS.
	12.	S. T. Course on Deposit Mobilisation.	1 week	6.3.95	10.3.95	30	For the employees of PACS.
	13.	Course on Business Dev. Plan.	1 week	13.3.95	17.3.95	40	For Directors & employees of PACS.
	14.	S. T. Course on Fertiliser Business.	1 week	20.3.95	24.3.95	40	For the employees of PACS & PAMS
	15.	Diploma Programme in Co-operative Management.	12 weeks	17.4.95	7.7.95	40	For Institutional candidates.
CTC Jhargram	1.	Junior Basic Course	24 weeks	14.11.94	29.4.95	40	For Institutional candidates.
CTC Kalinpong	1.	Course on Business Dev. Plan.	1 week	5.12.94	9.12.94	25	For Managers & Directors of PACS.
	2.	S. T. Course on Fertiliser Business.	1 week	16.1.95	20.1.95	25	For Managers of PACS & PAMS.
	3.	—do—	1 week	30.1.95	3.2.95	25	—do—

Name of the Centre	Sl. No.	Name of the Course	Duration	Period From	Period To	Intake capacity	Remarks
CTC Kalinpong	4.	S. T. Course on Orientation in Tribal Dev. through LAMPS.	1 week	13.2.95	17.2.95	30	For C.E.Os., employees & office-bearers of LAMPS, staff of W.B.T.D.C.C. & Inspectors of S.C. & T.W. Department—In collaboration with W.B.T.D.C.C.
	5.	S. T. Course on Orientation in Tribal Dev. through LAMPS.	1 week	20.2.95	24.2.95	30	For C.E.Os., employees & office-bearers of LAMPS, staff of W.B.T.D.C.C. & Inspector of S.C. & T.W. Deptt.—In collaboration with W.B.T.D.C.C.
	6.	Deposit Mobilisation Course for Employers' Credit Co-ops. & Urban Co-op. Banks.	1 week	6.3.95	10.3.95	25	For Employees of Employers' Credit Co-ops. and Urban Co-op. Banks.
	7.	Leadership Course.	Dev. 1 week	13.3.95	17.3.95	25	For leaders of Co-op. Societies.
	8.	—do—	1 week	20.3.95	24.3.95	25	—do—
	9.	Diploma Programme in Co-op Management.	12 weeks	10.4.95	30.6.95	25	For institutional candidates.
CTC Ilambazar	1.	S. T. Course on Orientation in Tribal Dev. through LAMPS.	1 week	5.12.94	9.12.94	30	For C.E.Os., employees and office bearers of LAMPS, staff of W.B.T.D.C.C. & Inspector of S.C. & T.W. Deptt.—In collaboration with W.B.T.D.C.C.
	2.	Deposit Mobilisation and its deployment.	1 week	12.12.94	16.12.94	30	For Employees of PACS.
	3.	Course on Business Dev. Plan.	1 week	19.12.94	23.12.94	40	For Managers and Directors of PACS.
	4.	Deposit Mobilisation and its deployment.	1 week	26.12.94	30.12.94	30	For Employees of PACS.
	5.	Diploma Programme in Co-op Management.	12 weeks	2.1.95	24.3.95	40	For institutional candidates.
CTC Jalpaiguri	1.	Training of Group Leader and one additional member of DWCRG Group.	1 week	5.12.94	10.12.94	25	In collaboration with D.R.D.A.
	2.	—do—	1 week	12.12.94	16.12.94	25	—do—

Name of the Centre	Sl. No.	Name of the Course	Duration	Period From	To	Intake capacity	Remarks
C T C Jalpaiguri	3.	Training of Pradhan of Gram Panchayat	3 days	19.12.94	21.12.94	40	In collaboration with Panchayat Dte.
	4.	—do—	3 days	22.12.94	24.12.94	40	—do—
	5.	Deposit Mobilisation and its deployment.	1 week	26.12.94	30.12.94	30	For Employees of PACS.
	6.	Leadership Course (Normal).	Dev. 1 week	9.1.95	13.1.95	30	For non-official Leaders of Co-operatives.
	7.	Diploma Programme in Co-operative Management.	12 weeks	6.2.95	28.4.95	40	For Institutional candidates.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL, DEPARTMENT OF COOPERATION

No. 394B-Co-op./E/2E-17/93(Pt)

Calcutta, 21 October 1994

NOTIFICATION

In exercise of the power conferred under Section 38 of the West Bengal Co-operative Societies Act, 1983 (hereinafter referred to as the said Act) [West Bengal Act XLV of 1983] the Governor is pleased to constitute a Co-operative Service Commission (hereinafter referred to as the said Commission) with immediate effect to select person(s) for appointment to the Co-operative Societies mentioned in the Fifth Schedule of the said Act, read with Sub-Rule (6) of Rule 66 of the West Bengal Co-operative Societies Rules, 1987. The Chairman of the said Commission shall be the Principal Secretary to the Government of West Bengal and Secretary, Co-operation Department. Chairman, West Bengal State Co-operative Bank Ltd. and West Bengal State Co-operative Agricultural and Rural Development Bank Ltd. will be the members of the said Commission.

2. The said Commission shall start functioning in the building of the Institute for Co-operative Management for Agricultural and Rural Development (ICMARD), Uladanga, Calcutta.

3. No appointment, permanent or casual, whatsoever, shall be made on or after the date of this notification by any of the Co-operative Societies mentioned in the fifth schedule of the said Act except through the said Commission.

4. This cancels this department's notification No. 2109-Co-op./D/3P-1/88 (Pt-III) dated 10.5.93 allowing the West Bengal State Co-operative Bank Ltd. to recruit its staff through Banking Service Recruitment Board.

5. The said Commission shall evolve its own procedure in discharge of its functions and decide the modalities for selection of persons to be appointed in the Co-operative Societies mentioned in the fifth schedule of the said Act in accordance with the provisions of the said Act and the West Bengal Co-operative Societies Rules, 1987.

6. Every Co-operative Society shall consult the said Commission on all disciplinary matters affecting any of its employees appointed on the recommendation of the said Commission and on such other matters as may be specified by the State Government by notification.

By order of the Governor,

T. DEB

Asstt. Secretary to the Govt. of W. Bengal

সমবায় সমাচার

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায়

ইউনিয়নের উদ্যোগ ৪১ তম

সমবায় সপ্তাহ উদযাপন

সং ১৫ নভেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শতাব্দীর্ষী সভায় 'পা খ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন ও পা খ রাজ্য সমবায় ব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে ৪১ তম বার্ষিক ভারত সমবায় সপ্তাহ উপলক্ষে একটি মনোরম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে উদ্বোধনী সন্থীতে পরিবেশন করেন রাজ্য সরকারের অর্থ মন্ত্রকের অধিবাস সচিব সুব্রজীলাস বর্ম, আই এ এস। এরপর রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সুনীল কুমার ঘোষ উদ্বোধনের ভাষণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিশিষ্ট অতিথিদের স্বাগত জানান। সর্বপ্রথম আত্মসমীক্ষামূলক ভাষণে গ্রীষ্মক সমবায়ের প্রতি-বিচ্ছিন্ন হয়ে করে সমবায় আন্দোলনে সঠিক পন্থার পথ নির্দেশের উপর বক্তব্য আয়োজন করেন। মুখ্যমন্ত্রী ও সমবায়মন্ত্রীকে তিনি পরিদর্শনের খাতিরে সমবায়কেন্দ্রে কম্পিউটার (Computer) চালু করার এবং রাজ্যের সমবায় নীতি ঘোষণা করার আবেদন জানান। নয়া অর্থনীতিতে সমবায়ের প্রতি অবহেলায় ও জালায় নীতিভঙ্গের কথা উল্লেখ করে তিনি সমবায়-কেন্দ্রে সরকারি ও বেসরকারি—এই দুটি বাহুর মধ্যে সম্বন্ধ সৃষ্টির খাতিরে ও জেলা পরিষদের দ্বারা সমবায় পরিদর্শকের আবেদনসমূহ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান ব্যবস্থা গ্রহণের করার আহ্বান জানান। একদা তৃতীয় বিশ্বের চিলেকালা জায় জায় করে সমবায় আইন প্রচায়েন পরিচালনের কথাও বলেন তিনি।

এদিনের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে 'পা খ সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যোগিত বসু। তাঁর ভাষণে শোনার জন্য উপস্থিত সব সমবায়ই উপভবী ছিলেন। অনুষ্ঠানের পূর্বে থেকেই অলোচনা উপস্থিত বাংলা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে নতুন অর্থনীতির সংকল্পে পরিপ্রেক্ষিতে সমবায়ের প্রয়োজনীয়তার কথা প্রত্যক্ষই উল্লেখ করে বলেন যে, 'সমবায় পবিত্র মানবের পন্থা'। সমবায় কেন্দ্রে অগ্রাধিকার কথা শ্রীকার করে নিজেও তিনি সাবধান করে দেন যে, আত্মসমীক্ষাটির কোন অবকাশ নেই। তিনি আরো দৃষ্টান্তের করে বিবেচনা করেন যে, সমবায় যদি সফল হই না হয়ে থাকে, তবে কখন শোনা না করে গুলে তো সমস্যাই দুলে হয়ে থাকে। তিনি প্রতিশোধ করেন যে, কেন্দ্রকে ব্যর্থতার মধ্য মধ্যে ও রাজ্যের ব্যাংক করবার অনুষ্ঠান পাওয়া যায়নি। তিনি পরিচয় দিয়ে জানান যে, সংগঠিত কর্মচারী ও সমবায়-ভিত্তিক কর্মচারীদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা দূর করে। বিভিন্ন বামা অগ্রসর করে সংবন্ধন পথ হিসাবে অলোচনা এবং পার্যাপনিতমূলক করণের মাধ্যমে সমবায়ক লাভজনক মধ্যে হতে হবে। তিনি বাহুভিত্তিক সংবাদমূলক রাজ্যে পুষ্টি-বিভিন্নরাস ও শিল্প স্থাপনের অমতন জানায়ের বিষয়টির উল্লেখ করে বলেন, 'অন্যভাবে নির্ভরশীল হয়ে থাকলে তো লোভে না। প্রি, কিং, মার্লবার 'কাজ করতে হবে।' সমবায়ের মাধ্যমে রাজ্য-বাসীর জন্য বহু কিং, মার্লবার ব্যত সেকথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

পা খ রাজ্য সমবায় ব্যাংকের সভাপতি অমলক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মনোজ বক্তব্যে ইহাঙ্গী করল সমবায় আন্দোলনে সমবায়

ব্যাংকগুলির নিজস্বকর কর্মসূচী মুখ্যমায় কথা উল্লেখ করেন। তবে তিনি মহিলা ব্যাংক স্থাপন ও ৪ সংলগ্ন বিধির 'কাজকর' হলেও বাস্তবায়ন হয় বলেও যত্নবা করেন। বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পেও সমাধিক উন্নয়নে যে সমবায়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ তুটিকা রয়েছে তা তিনি উল্লেখ করেন। এ বিধির তিনি জানান যে, সমবায় ব্যাংক সাধারণত প্রকল্পে, কেউ মজুতের পন্থাগুলি প্রকল্পে, বাড়ি নির্মাণকল্পে ও গ্রামিক সমবায়ের টাঙ্কা কম দিতে হবে।

ভাষণের সভাপতি পদ্মাবতী বর্মা, এম এল এ তাঁর বক্তব্যে সমবায় কেন্দ্রে শ্রমিক-মিস্ত্রীর পরিচালিত কথা তুলে বলেন। BENFED-এর 'হাংক' গুলি উন্নয়ন শ্রমিকদের উপকারে আসবে না বলে মন্তব্য করে তিনি এ বিধিটি পূর্বে বিবেচনা করে কথা বলেন।

পা খ সরকারের সমবায় মন্ত্রী সন্থ ১৭ তাঁর বক্তব্যে পূর্বেই সমবায় আন্দোলনের উপলক্ষ ইতিহাস সংক্ষেপে তুলে বলেন। তিনি সমবায়ের 'শ্রমিক' ব্রহ্মণ মনস্তাত্তিক 'কোডার' আখ্যা দিতে পা বলে সমবায় আন্দোলনের তামা দিওপুলিতে সৌন্দর্যবতার সাথে অবহেলা করা হয়েছে বলে উল্লেখ প্রকাশ করেন। BOP প্রকল্পে কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হও টাঙ্কা সেরনি অভিযোগ করে তিনি জানান যে, রাজকুল বিশেষ উপায়েন কল্যাণকর Mini Jute মিল সকলটা লাভ করার পর সরকার এই বহুরের উপায়েন অনুপ্রেরণা ও প্রয়োজনীয় সহায়তা করেন বলেও জানান। সমবায় আন্দোলনে সপ্তাতি যে কোডার তাঁর বহুরের তাকে এদিনের নিজে সমাধা কথা ব্যাখ্যার মন্ত্রী বহুরের শ্রবণ করিয়ে দেন।

রাজ্য সরকারের অর্থ মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত

হানবীর মন্ত্রী জে অলমি বাসমুত তাঁর
হলোয় বক্তৃতা আকর্ষণীয় ভাষণের শৃঙ্খলাই
ক্যাডেন্স ও বার্বিক প্রতিউদ্ভাবনের ক্ষেত্রে
নাট্য পরিবর্তনের সময় এই সম্ভার সত্যের
পালনের উপযোগিতার কথা সফলভাবে বলে
করিয়ে দেন। বর্তমানের কর্মটির স্লোগান
মোতাম্বক একদিকে বন্ধন দায়িত্বের ব্যাধ-
বলি চাওয়া বাবা হুদা না করত তবু
করলে, অন্যদিকে ব্যাধবলি চাওয়া
সমাজিক ব্যাধবলির পক্ষে বিমুখ হয়ে
হলে অভিমোদন করেন তিনি। এই
পরিমিতভাবে বন্ধন সম্ভার ব্যাধবলি
প্রাপ্তিক কৃষকের শতকরা ৭৫ ভাগেরও
বেশি জন নিউন, হুদা নিশা বোলায় ক্ষেত্রে
এক জগতসমূহের সাম্প্রতিক ভাষার
সময় যেভাবে মধ্যস্থ সম্ভার ব্যাধ এক্ষেত্রে
এসেছে তার ভূমিকা প্রকাশ করেন মন্ত্রী
দেহের। Aggressive Banking-এর
সাধনে জীবনের তিনি হলেন যে, পক্ষের
ও শ্রেণীর আর্থিক জ্ঞানো হিসাবে কার
করবে সম্ভার।

এগুণর সকল সমবার সমিতিগুলির
হাতে পুরস্কার তুলে দেন বানানীর মহামন্ত্রী
জ্যোতি বসু। এদিন ঝটুকা জেলার একটি
আদিবাসী সমবার সমিতি রাণোত্তর বর্গশ্রেণী
আদিবাসী সমবার সমিতি হিসাবে
মহামন্ত্রীর হাতে থেকে পুরস্কার নেন।

অনুষ্ঠানের শেষে রাজ্য সমন্বয়
ইউনিটনের সভাপতি হুমায়ুন কবীর বিদ্যুৎ
অতিথিগণকে এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত
থাকার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

□ পার্শ্ব যোগাযোগ

কোম্পাগন সমবায় ব্যাংক

अस्यदास अष्टाह आतल

সারা ভারতের সমগ্র সংবাদসৌর
সঙ্গে দুর্গা জেলার অন্তর্গত কোমর
সমগ্র ব্যাপক গি পত ১৪ নভেম্বর
১৯৯৫ থেকে ২০ নভেম্বর ১৯৯৮—এই
৭ দিন ধরে সমগ্র গি পত পালন করে।

সকল সভা/সম্মেলন ও শহরের নার্সিংহোমের
সঙ্গে যোগাযোগ রেখে সমস্যার আশেপাশকে
জনস্বার্থে করে তোলার জন্য এক প্রয়াস
চালাল।

বত ২০ নভেম্বর ১৯১৭ কোমসর
 সমবার ব্যাংক লিঃ তারের ব্যাংক ভবনে
 সংকল্পিত নিম্নে এক আলোচনা সভার
 আয়োজন করে। এই আলোচনা সভায়
 কোমসরের উৎসাহী সমবারী নাথারিকরণ
 রাজা হুদালি ফেলা সহ-সভাপতিত ফলাই
 সাহুই, হুদালি ফেলা সেটাল ব্যাংকের
 সহ-সভাপতিত নীলিন্দ্রাণ জালা, হুদালি
 ফেলা ইউনিয়নের সহ-সভাপতিত খোশিন
 ফেলাপাখায়, প্রাথমিক কাউন্সিলের
 সভাপতিত নুলাল ফৌজিক, পশ্চিমবঙ্গ সমবার
 আয়বান ফেডারেশনের সম্পাদক নন্দ
 সোমেশ্বরী ও উক্তসম্মান্য ট্রেনিং সেটালের
 অধ্যক্ষ অমলি রায়ও উপস্থিত ছিলেন।
 ঐতিহ্যের সভার সভাপতিত্ব করেন কোমসর
 সমবার ব্যাংকের সভাপতিত মোরীন্দ্রনাথ
 চন্দ্রপাখায়। প্রবাস অতিথি হিসাবে
 উপস্থিত ছিলেন হুদালি ফেলা পরিদপ্তর
 সহ-সভাপতিত ফলাই সাহুই, বিশেষ
 অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ
 রাজা সমবার ফেডারেশনের সম্পাদক ও
 উক্তসম্মান্য সমবার ব্যাংকের সভাপতিত নন্দ
 সোমেশ্বরী ও কোমসর সমবার ব্যাংকের
 প্রাথমিক সভার সভাপতিত ও বিশিষ্ট সমবারী
 বাসুদেব ভট্টাচার্য।

পড়াবা উত্তরালের পর ব্যাংকের
সম্প্রদায় জালি স্বাক্ষরাদ্বারা সম্ভার
সম্মতের আদর্শ' ব্যাংক' করে হলেন যে,
তারের স্বাক্ষরের উপস্থাপনা করে জাল চীরা
সম্ভার কণ, মিতব্যয়িতা ও সফল এই
বিষয়টির উপর অসঙ্গততা করবেন।
কেন্দ্রের সম্ভার ব্যাংক প্রাপ্ত বছর এই দিনে
কিন্দ, কিন্দ, সার্বাধিক কাজ করে থাকে।
তারা কেন্দ্রেরের হেসে-হেসেদের পড়াবা
উপহার বোঝার জন্য এই কবের দ্বারা
সাধারণিক পরীক্ষার ভাষ্যেরের মধ্যে প্রভব,
শ্রিতীয় ও তৃতীয় হয়েছ, তাদের সম্ভার

জানির পুরস্কৃত করেন। কোমদার উচ্চ
বিদ্যালয়ের ছাত্র তপস্বি দাস, শনৈঃকৃত্য
চর্যাপাখ্যার, অকল্ল ঘোষ ও কোমদার কল্যাণ
পরিষদের কুমারী সুনীতা হালদার, কোমদার
দ্বন্দ্ব, বালিকা বিদ্যালয়ের কুমারী অনঙ্গ
দেব ও কোমদার কল্যাণ পরিষদের কুমারী
সবর্ণা ব্রহ্মচাৰ্য্যী পুরস্কৃত হন।

সভাপতি দ্বৈতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে সম্ভাষণে সম্মান পালন ও তাঁর সঙ্গে কোমোডর সম্ভাষণ ব্যাপ্তকরে কি ভূমিকা সেই সম্বন্ধে এক বিস্তৃত তথ্য পরিবেশন করেন। তিনি জানান তথ্যের ব্যাপ্ত বিষয় ব্যাপ্তকর কাজ-কারবার নিবন্ধি ব্যাপ্ত থাকে না। এর ফলে ফলে কিছু, কিছু, সম্ভাব্যিক ব্যাপ্তকর পালন করে। ব্যাপ্ত প্রতি বছর তাঁর সীমিত তার থেকে সত্যসত্যই ইচ্ছা-দ্বারা এই অংশের বোঝা দ্বৈতীশচন্দ্রের অংশ-দ্বারা সত্যসত্য করে যেবার জন্য ব্যাপ্তকর সম্ভাষণ মূল্য দিয়ে দিয়ে থাকে। এছাড়া পত্রীকার উল্লেখ বোঝার জন্য এই অংশের ব্যাপ্তকর পত্রীকার সম্ভাব্য সম্ভাব্যিকারী ০ জন দ্বারা ও ০ জন দ্বারা ইচ্ছা ব্যাপ্তকর পত্রীকার করে। শ্রাব্য, অনুদান ও সত্য পরিবেশ। তাঁর জন্য কোমোডর পত্রীকারের সঙ্গে তথ্যের কাজের পরিপত্রক হিসাবে এই ব্যাপ্তকর কাজ করে এসেছে। আজ কোমোডরের অংশ-দ্বারা এই সম্ভাষণ ব্যাপ্তকর একটা ব্যাপ্ত ভূমিকা আছে। আজকের এই সম্ভাষণ সম্ভাষণ উপলক্ষে সভা কোমোডরের সম্ভাষণ অংশ-দ্বারা সম্ভাষণ ব্যাপ্তকর সম্ভাব্য করে ফুলবে।

প্রধান আর্জিৎসি ବ୍ୟାୟି ମହାୟି ତାରି ଗୁଣସେ
 ବଳେନ, ଶ୍ରାତୀର ଶ୍ରେୟ ଅନେକ ଚିନ୍ତା-ଶ୍ରାଦ୍ଧନ।
 କହଇି ସମସାର ଅସେବାସନେର ସୁକ୍ତି ହରୋହଳ,
 ବିମ୍ବୁ ନୀଳକଳା ହରେ ଓ କାନ୍ଦୁର-କଲହେଇ
 ଏମିତି ମିଶାବସ୍ଥ ହିଲ। ପ୍ରକୃତ ଡେଜନା
 ମଢ଼େ ଗଢ଼େ ନି। ବିମ୍ବୁ ଅବନୈତକ ଶେଷସେ
 ହାଲେ ନାବସ୍ଥ ଡାହାରେ ସାନ୍ତସ୍ଥ କରେହେ କି
 କରେ ସକଳତେ ନିରେ ବୈଠେ ବାକା ବାସ।
 ଏକସାର ମସବାରଇ ଏକ ଗୁରୁତା କରେ ନିତେ
 ପଲେ। ସମସାର ଅସେବାସନେର ଅହେଇ ସାବରା
 ଗୁଣେ କିନ୍ତୁ କରେ ନିତେ ପାରି। ଦେଶେର ଡାସି



অর্থমন্ত্রীর বিশেষ সচিত্র উপস্থাপন সঙ্গীত পরিবেশন করছেন।



সংসদপী ও অর্থমন্ত্রীকে ব্যাখ্যা পাঠানো হচ্ছে।



মহাপদ্মভট্টকে পদ্মশঙ্করক দিয়ে বরণ।



মহাপদ্মভট্টী সকল সম্মানার্থে পদ্মশঙ্করক দিয়েছেন।



হৃদযন্ত্রাণী ত্রোটি বন্দ ত্যাগ দিচ্ছেন।



সমন্বয় সমগ্রাহে স্বাস্থ্যের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমন্বয় ইউনিয়নে। সভাপতি সুনীল ঘোষ।



ভাৰতবৰ্ষৰ সমবায়সমিতিৰ সভাপতি সন্মত দেৱী । তেওঁ উপস্থিতিত অৰ্থনৈতিক অগ্ৰগতিৰ বিশেষৰূপে সচিব সূৰ্য্যকান্তিলাল বৰুৱা
আই এ এস এফ সমগ্ৰ নিকটৱৰ্তী গ্ৰামবাসীসকলক সিত, আই এ এস ।



ভাৰতবৰ্ষৰ পশ্চিমবঙ্গ ৰাজ্য সমবায় ব্যাংকৰ সভাপতিত অশোক অশ্বপাধ্যায় । তেওঁ উপস্থিতিত
অৰ্থনৈতিক অগ্ৰগতিৰ বিশেষৰূপে সচিব সূৰ্য্যকান্তিলাল বৰুৱা, আই এ এস ।

[illegible]

পাঠ্যস্থলে কোয়ান্টা সম্ভাৰ ব্যৱহাৰ
পাঠ্যস্থলে পাঠ্যস্থলে অন্যতম সম্ভাৰ
সম্ভাৰ পৰিৱৰ্তনৰ সূচীৰূপে ব্যৱহাৰ
কৰা হৈছে।

□ **বৌদ্ধশাস্ত্র জ্যোতিষশাস্ত্র**

असबाध जगताह दित
बदलेत प्रकृता

কো-অর্গানাইজিং কমিটি অফ স্ট্রোল
বর্নামেন্ট এজেন্সি কো-অর্গানাইজিং
সোসাইটির সভাপতি আশোকেনে সম্মেলনের
কক্ষে ধীরে ধীরে অগ্রসর হন।

তাঁরা প্রথমে কলকাতার ও পরে পুর্নোদ্বারের সেবিনারের মাঝে সন্মিলনের সমস্ত সমিতির মধ্যে পারস্পরিক পরিচিতি, যোগাযোগ, ঠিকোত্তমের আদান প্রদান এবং মিত্র কার্য সুচ. করেন। পরেও যোগে আর একটি এখানে কেমলপুর নগর্যের নিচে কাঠের সুখোবা নিচে একটি পুষ্কর হ্রদের ব্যবস্থা করেন। এই উপলক্ষে তাঁরা যে আলোচনা সভার আয়োজন করেছিলেন তাতে সন্দেহ, নেতা, কর্মী মিলিয়ে যে একাধিক কাঠের প্রতিপত্তি ও স্বাধীনতার আদো তাহাশেন সে বিষয়ে আশাবাদী হলে কল হবেন না।

নতুন নতুন বিদ্যুৎ সাপেক্ষ হবার
 মাধ্যমে সম্ভাব্য যেমন শক্তি সঞ্চয় কল্পিত
 পারে তেমনই বিনমুক্ত, কুটলাবাসী,
 জনসংগঠিত প্রতিবেশ জনা মনোহর নিরা-

পক্ষর ব্যবস্থাও করতে পারে। সম্ভব।
আবেগমগ্নের ইতিবাচক বিক, সাক্ষ্যের
সিদ্ধান্তে আরো ব্যাপক প্রচার করা যায়।
অপর দিকে ব্যাপক প্রচার বৃদ্ধোদ্দেশ্যে প্রকাশ
করা যায়। বলা যায় বৃদ্ধোদ্দেশ্যে বর্তমান
কার্যক্রমে সম্ভবতার অবস্থান কোন মেয়েতে,
বৃদ্ধর ক্ষতি এর ক্ষেত্রে সম্ভবতার গণনা
কল্পে। ক্রিয়ায় বেশ নিজে পড়েন, কেন
স্বতন্ত্রতার জন্য বাড়িয়ে প্রয়োজন,
শ্রমবিত্তির সত্যাবস্থা কড়তি, সাক্ষ্যের
ও বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ প্রচার সম্ভব। কত সাক্ষ্য-
কর্তব্যে বেশ নিজে পড়ে। এমন আবেগীক
ও প্রত্যক্ষতার কল্পনা নানাবিধে সৌন্দর্য
আলাদিত হওয়া।

অরো কাম, অরো সম্বন্ধতা,
সামবানতা, যৌথিক করে একটির প্রতি-
ধানের আহ্বান জানান জগদীশপাল রায়
কলা উদ্ভাবন, নবনীল যোনে। এ ধান-
কাম ও সমবায়ের বিশাল অঙ্গনে সমগ্র
সুদূর নিরে বহুতা রেখেছিলেন সম্প্রদায়
সুতর কল্যাণাধার।

[illegible]

এ রাজ্যের সমস্যার প্রেক্ষিতে ও সমস্যার
প্রকার প্রকৃতি ওরূপে না, বাক্যই। অতীত
সুযোগকে কাজে লাগিয়ে, আসে। বেশি
জানতেও হয় ওর নতুন নতুন ধরনের
সমস্যার ক্ষেত্রে তুলতে হবে। এ সব দিকে
সেদিন সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন

କଥା ଜ୍ୟୋତର୍ମ, ମୁନୀନ ଯୋଗ ମନୁଷ୍ୟାଣା
ହସ୍ୟା ଏବଂ ଆଶା ଅନଳେ ।

সমগ্র বর্তমানের প্রকার বাহ্যিকের
অভ্যন্তরীণ দুইটি দৃষ্টিভঙ্গি, ইচ্ছাশক্তি,
বাহ্যিকের আন্তরিকতা বাহ্যিক, এ দুইটি
কথা বাহ্যিক বাহ্যিক বাহ্যিক না, দুইটি করে
জ্ঞানকে যেতে বাহ্যিক সংকল্পে সংকল্পে
সময়, সকল জ্ঞান করেই দুইটি করে
কল্পনা, এই প্রকারের জ্ঞানকে দুইটি করে
সময়, এই আশা নিয়ে অনেকই দেখেন করে
কেন, এই আশা নিয়ে অনেকই দেখেন করে

□ **হালান্দি ঘোষ**

छन्दःशिल्पः जलवायु रक्षणाया

সন ২১-১-১৪ খ্রীষ্টি সমবার ইউনিয়নের
ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে ২-নং ক্রমে
একটিবৈঠক একটি সমবার কনফারেন্স অনুষ্ঠিত
হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ক্রমের বিভিন্ন প্রান্ত
থেকে মোট ২২৫ জন প্রতিনিধি যোগদান
করেন।

কাঁধ সমবার ইটনিভন ও অন্তঃস্থের
সভাপতি অধ্যাপক জ্যোতির্ষ কর তাঁর
প্রারম্ভিক ভাষণে ঘাঁব করেন যে, কোন
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত লোক সংখ্যা ছেঁক
সমবার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত লোক সংখ্যা
অনেক বেশি। তাই সমবারের সুকল ঘটে
আপনার জনসংখ্যার সেবার বেশি করে
নিয়োজিত হয় তাঁর জন্য সমবার নেতৃত্ব
যোগ্য কৃষিকা পালন কর্ত্তে হবে। তিনি
কর্মচারী কলনে সমিতিগুণিতক সমাজিক
পরিষেবা করে উপরন্তে ব্যক্তিগত সেবার
আদান আদান : প্রত্যেকটি সমিতি যতে
আজাদী দিনে তাদের সমসাময়িক নিজে এই
হুপ একদিনের সমবার কর্মশালা সমর্থন
করতে পারেন তাঁর জন্য উপস্থিত প্রতিষ্ঠান
এবং অন্তঃস্থের জানান।

কর্মশালার সূচ্যে আলোচনার সুবিধার্থে
বিষয়কসূচী নিম্নলিখিত ভাবে ৫টি ভাগে ভাগ
করা হয় এবং প্রতিবিভাগের হাতে প্রেক্ষাপত্র
দুসে দেওয়া হয় :

(১) অর্থসচিব এবং সম্ভার
ব্যবস্থাপনা।

(২) সঞ্চ ও বিনিয়োগ।

(৩) প্রাথমিক সমিতিগুলোর সম্ভার
সম্ভার ইউনিয়ন, কেন্দ্রীয় সম্ভার ব্যাংক
এবং পল্ল্যেরতের সম্ভার।

অন্যদের প্রধান অতিথি মেম্বারীপুত্র
ও—এর রেজার সহনিয়াক্ষর অনেরজন পাশ্চা
তার দাঁধ কর্মচারী জনের অতিজ্ঞতার
নিজের সমিতি সূত্র পঞ্জালনের জন্য
কয়েকটি প্রত্যয় মেম্বার জন্য অনুগ্রহ
হাবান।

(১) সমিতির পঞ্জালনের অংশই
সমিতির উপবিধি ভালভাবে পড়তে হবে।

(২) বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পঞ্জালক
নিরাক্ষর কেন্দ্র করে সংঘাত হয়। নিরাক্ষর
এবং বোকাবড়ির মাধ্যমে এর নিষ্পত্তি হওয়া
উচিত।

(৩) কোনমতেই কোন বিবাদ হাই-
কোর্টের পক্ষে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

(৪) সাধারণ সভায় সম্ভার পিতার
দ্বারা সমিতির পঞ্জালকদের নিয়ত হবে।

(৫) যে কোন কারণে বিবাদ হলে সম্ভার
ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনামূলক বিবাদের
নিষ্পত্তি হওয়া ভাল।

অন্যদের বিশেষ অতিথি পঞ্চক্রম
রাষ্ট্র সম্ভার ইউনিয়নের দৃষ্টি বিবাহী
আর্থিকায়ন ধানসমুদায়ের দ্বারা সমিতি অর্থ-
সম্ভারের জন্য কতকগুলি প্রত্যয় আলোচনা
করেন।

(১) সমিতিতে ব্যাপক সম্ভার পিতার
দ্বারা সম্ভারের সম্ভার প্রত্যয় দৃষ্টি করত
হবে।

(২) সম্ভার এবং পল্ল্যেরতের সম্ভার
একান্ত অপরিহার্য।

(৩) সঞ্চ প্রকল্প অন্যদই গ্রহণ করতে
হবে।

(৪) উন্নয়ন অর্থ সঞ্চিত করে ব্যবহার

হবে। সাতের ব্যবস্থা বেড়ে যায় তার জন্য
সমিতিগুলোরকে সাতের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রদানের
প্রত্যয় অল্প পর্বত সতর্কভাবে ব্যবস্থা
করতে হবে।

(৬) কর্মশালার দ্বারা নিরাক্ষরদের মধ্যে
অতিজ্ঞতা ও হস্তের বিনিময় করতে হবে।
অতঃপক্ষে ইউনিয়নকে দিক আলোচিত হবে
তেননি বৈজ্ঞানিক দিকও সম্ভার
আলোচনা হবে। তবে কঠোর সম্ভারনা
করে যাবে। সঠিকভাবে অতিজ্ঞতার বিনিময়
হলে উন্নয়ন সম্ভার হবে।

(৭) ব্যবহার জন্য প্রয়োজনীয় এবং
সঠিক পণ্ডিতপন্য প্রস্তুত করতে হবে।

কর্মশালার বিকল্প শিক্ষিক অধ্যয়নকার
অংশ গ্রহণ করেন, তাঁরা সম্ভার ইউনিয়নের
অন্তরত ভাইবোনের এবং বয়সভেদে কেন্দ্রীয়
সম্ভার ব্যাংকের সভাপতি সম্ভার দাস,
কাঁচ সম্ভার ইউনিয়নের অন্যতম ভাইবোনের
তথা কাঁচ সম্ভার প্রমোথ উন্নয়ন ব্যাংকের
সভাপতি অরুণমালা পাল, অধ্যক্ষীয়া
কেন্দ্রীয় সম্ভার ব্যাংকের সভাপতি
প্রিয়ভক্ত দাস, সহ-সভাপতি সত্যেন
পাল ও জেনারেল বারেন্ডার কলাই সম্ভার,
কাঁচ সম্ভার ইউনিয়নের সম্পাদক
কিতমুদায় সাই, ককুবাড়ী ইউনিয়ন
জেনারেল এপ্রো জেট্টে সোমাইটি
সম্পাদক প্রমোদচন্দ্র দাস, চন্দ্রক রায়
সম্ভার কৃষি উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক
পল্ল্যের জনমতী প্রমুখ।

কর্মশালা সম্ভারের দ্বারা নিরাক্ষর
কাঁচ সম্ভার ইউনিয়নের সহ-সভাপতি
অনিলমুদায় রাইতি।

□ দ্বৈতলমুদায় রাইতি

জামালপুর ব্রুক সম্ভার সমিতির নিজস্ব তদায় দ্বারা

জামালপুর ব্রুক অর্থনৈতিক অধ্যয়ন
সম্ভার কৃষি উন্নয়ন সমিতি দ্বারা দ্বৈত
অর্থনৈতিক কাঁচের উন্নয়ন ১৮.১.১৯৭৩
সমিতির নিজস্ব তদায়ের উন্নয়ন ২০০
এম টি-এর একটি অধ্যয়ন দ্বারা নিরাক্ষর
ব্রুক বিনিময় সম্ভারের উপস্থিতিতে
আনুমানিক উন্নয়ন করে সমিতির অধ্যয়ন
ব্রুক পল্ল্যেরজনিত অর্থনৈতিক পরিমার্জিত
হয়।

প্রায় পঞ্চ শতাধিক দ্বৈত জনমত
উপস্থিতিতে অর্থনৈতিক অধ্যয়ন হয়।

অন্যদের সভাপতিত্ব করেন দ্বৈত
সম্ভারী ওবা জেলা-পরিষদের প্রায় সম্ভার
সৈয়দ আলমুদায়, প্রধান অতিথির আসন
অলঙ্কৃত করেন অর্থনৈতিক কেন্দ্রীয় সম্ভার
ব্যাংকের সভাপতি এবং বিনিময় প্রমোথ
সম্ভারী দ্বৈতের মেম্বার সায় এবং বিশেষ
অতিথি ছিলেন জামালপুর পল্ল্যের
সমিতির সভাপতি অরুণমালা পাল এবং অন্যরা
বিনিময় ব্যাংকের অর্থ উপস্থিতি ছিলেন
এবং উন্নয়ন অর্থনৈতিক ব্রুক উন্নয়ন
সম্ভার দ্বৈত, বিহারক জামালপুর, বিকল্প
বোবা, সভাপতি জামালপুর খান হাওড়ার
সোমাইটি দ্বৈত, নিমাই দ্বৈত, কে পি এম
জামালপুর।

□ তদায় দ্বৈত

বর্ষ ৩৬ বছর ধরে গ্রাম বাংলার কৃষক ভাইদের সেবার
নিরোক্ত দীর্ঘমেয়াদি কৃষক কেন্দ্রে একটি নাম—

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অগারেটিভ প্রগ্রিকালচার প্র্যাণ্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড

২৫ ডি, সের্গিপির সরণি, কলিকাতা-৭০০ ০১৭

শাখা অফিস : পুকুরিয়া ও দার্মিলি
অফিসিত অফিস : বর্ধমান ও শিলিগুড়ি

গ্রাম বাংলার সবার্গীণ উন্নতি শূন্য কৃষিই নয়—কৃষিক বিত্তীয়
শিক্ষণ, ক্ষুদ্র ও কৃষ্টির শিক্ষণ, আবাসন প্রকল্পের উপরও নির্ভর-
শালি। শূন্য সেই সমবার জমি কৃষক ব্যাঙ্ক আজ ব্যাপকতর
পরিচালনার সমবার কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক রূপে উন্নয়নের
সবে এগিয়ে এসেছে।

এক নজরে

- বর্তমান আর্থিক বছরে কল দাননের লক্ষ্যমাত্রা ৬০ কোটি—
কৃষিকেন্দ্রে ২৭ কোটি, ক্ষুদ্র ও কৃষ্টির শিক্ষণ সাড়ে ৮ কোটি ও
গ্রামীণ আবাসন প্রকল্পে সাড়ে ৪ কোটি।
- বিগত আর্থিক বছরে মোট দীর্ঘমেয়াদি কল দানন ২০ কোটি
২২ লক্ষ। তার মধ্যে কৃষিতে ১৯ কোটি ৬০ লক্ষ, ক্ষুদ্র ও কৃষ্টির
শিক্ষণ ৩ কোটি ০৪ লক্ষ ও আবাসন প্রকল্পে ৮৮ লক্ষ টাকা।
- NCDC II ও III প্রকল্পে ব্যাঙ্কের ভূমিকা যথেষ্ট সফল।
- বর্তমানে ২টি হিমঘর অধিগ্রহণ করা হয়েছে—বীরভূম ও
বর্ধমান।
- গ্রামীণ আবাসন প্রকল্পে NHB ও HUDCO'র সহায়তা
ব্যাঙ্কের নবতম প্রয়াস।
- প্রদিক্স কেন্দ্রে উপাভারার ব্যাঙ্কের ICMARD পশ্চিমবঙ্গের
সমবার আন্দোলনের এক নব ইতিহাস।

প্রিচিবরকম ডায়ালগ
হ্যান্ডেলিং ডাইরেক্টর

প্রিচিবরকম ডায়ালগ, এম এম এ
প্রবাসমান

বর্ধমান জে-১ সমবায় ইউনিয়নের উদ্যোগে সমবায় কর্মশালা

সমবায় শিক্ষা প্রক্রিয়ার সহযোগিতায় এক বর্ধমান জে-১ হলো সমবায় ইউনিয়নের ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা উন্নয়ন পরিচালনা ইচ্ছাকৃত এবং কর্মসূচী পদ্ধতি নেওয়ার উদ্দেশ্যে রায়না-১ গ্রুপের অধীনে প্রায় ৩৫টি প্রাথমিক কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির প্রায় ১০০ জনকে নিয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় গত ১১ এবং ১০ সেপ্টেম্বর পোলাপুড়ের সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির পুনরায়।

আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সমবায় ইউনিয়নের সঙ্গীত নবজয়ার বোম্ব এবং উন্নয়ন সভাপতি করেন পোলাপুড়ী জনকল্যাণ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির কর্মীরা। প্রায় ১০ জনকে নিয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম উদ্বোধনী ভাষণ নবজয়ার বোম্ব কর্মশালার উদ্দেশ্যে উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করে বলেন সমবায় শিক্ষা হলো সমবায় আন্দোলনের পরিপূর্ণতা আদর্শে পড়তে না। তাই সমবায় সমিতিগুলির আহ্বান জানান যে হলো সমবায় ইউনিয়নের সমিতি সমর্থিত সহযোগিতা করে আন্দোলনের পতি উন্নয়ন করার জন্য।

□ ভগ্নম বুঝা

বাকুড়া হলো কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাক্তের রাইপুর শাখার উদ্বোধন

অনুশাসন বাকুড়া হলো কেন্দ্রীয় আধিকারী প্রধান এলাকা রাইপুরে শাখা উদ্বোধন হল বাকুড়া হলো কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাক্তের। আধিকারী নৃত্য, বাজনা প্রভৃতির মাধ্যমে শাখা উদ্বোধন করলেন সমবায়মন্ত্রী সন্তোষ। তিনি বলেন এ শাখার মাধ্যমে দিনের বাণী আমরা যেন নিজে। শোভা রক্ষা করে দিও কাঁচ হানুকে শোষণ করছিল। সমস্তকর্ম অবশেষে আবার যেনে। সমবায় ব্যাক্তের প্রতি মানবিকতার আদর্শ ব্যাক্তের। আধিকারিক ব্যাক্তেরের বিনিয়োগ এ হলো আতি সামান্য তরফের আমানত সন্তোষের তুলনায়। তবে আমরা বৈশিষ্ট্য রাই যেন আমরা বলন কল্পনা আদর্শে তেমনই হবে।

হাল সমবায় ব্যাক্তের সভাপতি ভগ্নম অধ্যাপনাধ্যক্ষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে এত মানবিক উপস্থিতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন গত ৭/৮ বছরে বাকুড়া সি সি বি-এর আমানত থেকে ২ কোটি থেকে ২৮ কোটি টাকা হয়েছে। আদায় ৫% থেকে থেকে ৭০/৮০% হয়েছে।

তিনি বলেন ৭৫% লোন এ রয়েছে কল্প ও প্রাথমিক কর্মসূচির শোভা হল বা জন্য রয়েছে হল ১৮%-এর বাক্ত। এ রয়েছে কৃষি সংস্কার হওয়ার বাক্ত জমির মালিক করে দিও জমির মালিক হয়েছে। এলাকার সন্তোষ প্রকাশের কল্প শ্রমিক হল বা থেকে ১৮% হল শোভা বাবে। এলাকা ওপর এত ব্যাক্তেরের প্রকাশ রয়েছে।

নিবন্ধক রাষ্ট্রপতি সিংহ বলেন অন্য কারণ থেকে এখন শাখা শোভার ব্যাক্তের বাক্ত। প্রায়শই হল তিনি সন্তোষ-পতির সাথে কথা বললেন। এলাকা হল সমবায় ব্যাক্তের সহ-সভাপতি হল হল

বোম্ব ও বাজনা আদর্শে হল রাষ্ট্রপতি। অনুষ্ঠানটি হল ৩০ জন হল, ১৪।

অন্যান্যের মধ্যে হল রাষ্ট্রপতি—আধিকারিক, জামলেকের সিং ও আধিকারী কল্যাণ হলী উপলব্ধি হল।

কৃষি স্তরীয় বিতরণ শিবির

বাকুড়া হলো সমবায় কৃষি ও প্রাথমিক উন্নয়ন ব্যাক্তের উপলক্ষে ৩০.৭.১৪ তারিখে রাইপুর থেকে এক অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠানে কৃষি স্তরীয় বিতরণ শিবির হলো। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে হল সমবায়মন্ত্রী সন্তোষ। তিনি ৩০টি ব্যাক্তের-সেটও বিতরণ করেন। উপস্থিত ছিলেন—আধিকারিক বাজনা।

তবে এত হল ব্যাক্তের টাকা সমস্তকর্ম পরিচালনা করতে হবে। রাষ্ট্র সমবায় কৃষি ও প্রাথমিক উন্নয়ন ব্যাক্তের এত দি চিত্রায়ন ভিত্তিতে অনুষ্ঠানে আমনত বাক্তের রাষ্ট্রপতির সাথে কথা হল সন্তোষ প্রকাশ করেন।

□ সন্তোষ কল্পাচার

নিখিলবঙ্গ সমবায় ব্যাক্ত কর্মচারী ফেলোশিপের উদ্যোগে কর্মশালা

সংগঠিত কল্যাণের নিখিলবঙ্গ সমবায় ব্যাক্ত কর্মচারী ফেলোশিপের উপলক্ষে পাকিস্তানের সমবায় ব্যাক্তেরের পরিচালকমন্ত্রীর কর্মচারী প্রতিনিধিদের নিয়ে রাষ্ট্রপতির একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল। এই কর্মশালার উদ্দেশ্য হল এ রাই বি ই-এর মাধ্যমে সম্পদ তরফের প্রকাশ। বিশিষ্ট আধিকারিকের উপস্থিতি ছিলেন পাকিস্তানের সরকারের সমবায় স্তরীয় আধিকারিক রাষ্ট্রপতি, রাই এ এস। অন্যান্য বিশিষ্ট কর্মচারের মধ্যে উপস্থিত

হিসেব ইউনাইটেড ব্যাংকের প্রাক্তন
চেয়ারম্যান সি আর সেনগুপ্ত ও বর্ধিত
সমবায়ী অধ্যাপক সুধাংশু চৌধুরি ও
ব্যাংক কর্মচারী অংশুভাষ্যের বর্ধিত
নেতৃত্ব।

'প্রজন্ম' তাঁর উপস্থানী ভাষণে ব্যাংক
 শিল্পের কর্মচারী প্রতিনিধির ভূমিকা
 উল্লেখ করেন এক হল। পঞ্চাশকর্মচারী
 অন্যতম সমগ্র হিসাবে কর্মচারী প্রতিনিধির
 ভূমিকা হয়ে ষ্টেট-ইউনিয়নের নেতা হিসাবে
 নয়, পঞ্চাশকর্মচারী অন্যতম সমগ্র
 হিসাবে, তাকে ব্যাংক শিল্পের উন্নয়নে
 সক্রিয় ভূমিকা নিহিত হবে। তিনি
 উপস্থানবোধে বক্তব্য শেষে, এই বক্তব্য
 কর্মচারীর অগ্রদূতের করার জন্য।
 ইউনিটেড ব্যাংক প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট
 সি আর সেনগুপ্ত বলেন, ব্যাংক শিল্পের
 পঞ্চাশকর্মচারীতে কর্মচারী প্রতিনিধি
 ষ্টেট-ইউনিয়ন সম্বন্ধে বিকল্প নয়।
 তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে পরিচালনা-সমিতি
 ব্যবস্থাকার ব্যাংকের কার্যকরী হাতে সমিতি-
 পূর্ণ হয় এবং একজন বন্ধ ব্যাংকের হিসাবে
 সব কিছু লক্ষ্য রাখতে হবে। বিশেষ
 সম্বন্ধে অধ্যাপক সূচ্যাপ্ত তেজস্বী বলেন,
 সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থার দল পরে হলে
 সমগ্র কর্মচারী-সমিতি, তিনি বলেন সরকারী
 আয়তন-সমিতি সমগ্র অর্থশালার ক্ষেত্রে
 চিত্রিত হলে বিলম্বিত না হলে, পঞ্চাশকর্মচারী
 সমগ্র আয়তন-সমিতি বক্তব্য হবে না। বিশেষ
 কর্মচারী সমগ্র সমিতি আয়তন-সমিতি

কোনও সমস্যার ব্যাখ্যা দিতে অসমর্থ হওয়া
প্রতিনিধিদের ক্ষমতাবোধ হ্রাস করা
করা হবে সমস্যার সমাধানের
প্রয়োজন হয়, সুনির্দিষ্ট প্রণালী
সমস্যার বর্ণনা সহজতর করে তা
কিন্তু।

যাথক অফিসারী বসন্তাকনের বিন্দু
নেতৃত্ব কল চট্টগ্রাম, অষ্টম বানার্জী
ও সূচী যোব প্রত্যক্ষে সন্তোষের
বন্যাক যেন এই বনের অফিসারী বা
সর্বস্বতরী নিধি প্রব বসন্তাকন কল
কল।

তবে তারা যখন পরিচালকমন্ডলীতে
নির্বাচিত হবার পর অর্চরী প্রতিনিধিসম
য়েন অধ্যক্ষের কোন পরিবর্তন না হয়।

এই কমিশন্সালার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে প্রায় ৩০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এই কমিশন্সালার সভাপতিত্ব করেন কেরালাবাসিনের সভাপতিত্ব করেন মোঃ হোসেন।

□ **উল্লিখিত বোম**

वर्धमान मणिता प्रसाद

বর্তমান সম্ভাব্য মহিলা সমগ্রতা অনুমান
সমিতি গির জি ৪.৪-১৭ তারিখ সরকারি
অনুমান পাবার পর থেকে মহিলাদের
অর্থনৈতিক সাহায্যের স্বেচ্ছা স্বাভাবিক করার
লক্ষ্যে এগিয়ে গেছে। ১৫ জন মহিলাদের
নিয়ন্ত্রিত পরিচালনা সমিতি গঠিত হয়েছে।
বাল্য শেখানোর পর্যায়ে এই সমিতির
জাতকর্ম জ্যোতিষ্ক করেন। ১৫০০ জন
মহিলাদের মধ্যে কয়েকটি সমিতিতে সম্মত
করছেন। বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার
বেশকালে নতুন করে জাতকর্ম পালনার
সম্পাদনা ৩৫-৩৬-৩৭-৩৮-৩৯-৪০-৪১-৪২-৪৩-৪৪-৪৫-৪৬-৪৭-৪৮-৪৯-৫০-৫১-৫২-৫৩-৫৪-৫৫-৫৬-৫৭-৫৮-৫৯-৬০-৬১-৬২-৬৩-৬৪-৬৫-৬৬-৬৭-৬৮-৬৯-৭০-৭১-৭২-৭৩-৭৪-৭৫-৭৬-৭৭-৭৮-৭৯-৮০-৮১-৮২-৮৩-৮৪-৮৫-৮৬-৮৭-৮৮-৮৯-৯০-৯১-৯২-৯৩-৯৪-৯৫-৯৬-৯৭-৯৮-৯৯-১০০-১০১-১০২-১০৩-১০৪-১০৫-১০৬-১০৭-১০৮-১০৯-১১০-১১১-১১২-১১৩-১১৪-১১৫-১১৬-১১৭-১১৮-১১৯-১২০-১২১-১২২-১২৩-১২৪-১২৫-১২৬-১২৭-১২৮-১২৯-১৩০-১৩১-১৩২-১৩৩-১৩৪-১৩৫-১৩৬-১৩৭-১৩৮-১৩৯-১৪০-১৪১-১৪২-১৪৩-১৪৪-১৪৫-১৪৬-১৪৭-১৪৮-১৪৯-১৫০-১৫১-১৫২-১৫৩-১৫৪-১৫৫-১৫৬-১৫৭-১৫৮-১৫৯-১৬০-১৬১-১৬২-১৬৩-১৬৪-১৬৫-১৬৬-১৬৭-১৬৮-১৬৯-১৭০-১৭১-১৭২-১৭৩-১৭৪-১৭৫-১৭৬-১৭৭-১৭৮-১৭৯-১৮০-১৮১-১৮২-১৮৩-১৮৪-১৮৫-১৮৬-১৮৭-১৮৮-১৮৯-১৯০-১৯১-১৯২-১৯৩-১৯৪-১৯৫-১৯৬-১৯৭-১৯৮-১৯৯-২০০-২০১-২০২-২০৩-২০৪-২০৫-২০৬-২০৭-২০৮-২০৯-২১০-২১১-২১২-২১৩-২১৪-২১৫-২১৬-২১৭-২১৮-২১৯-২২০-২২১-২২২-২২৩-২২৪-২২৫-২২৬-২২৭-২২৮-২২৯-২৩০-২৩১-২৩২-২৩৩-২৩৪-২৩৫-২৩৬-২৩৭-২৩৮-২৩৯-২৪০-২৪১-২৪২-২৪৩-২৪৪-২৪৫-২৪৬-২৪৭-২৪৮-২৪৯-২৫০-২৫১-২৫২-২৫৩-২৫৪-২৫৫-২৫৬-২৫৭-২৫৮-২৫৯-২৬০-২৬১-২৬২-২৬৩-২৬৪-২৬৫-২৬৬-২৬৭-২৬৮-২৬৯-২৭০-২৭১-২৭২-২৭৩-২৭৪-২৭৫-২৭৬-২৭৭-২৭৮-২৭৯-২৮০-২৮১-২৮২-২৮৩-২৮৪-২৮৫-২৮৬-২৮৭-২৮৮-২৮৯-২৯০-২৯১-২৯২-২৯৩-২৯৪-২৯৫-২৯৬-২৯৭-২৯৮-২৯৯-৩০০-৩০১-৩০২-৩০৩-৩০৪-৩০৫-৩০৬-৩০৭-৩০৮-৩০৯-৩১০-৩১১-৩১২-৩১৩-৩১৪-৩১৫-৩১৬-৩১৭-৩১৮-৩১৯-৩২০-৩২১-৩২২-৩২৩-৩২৪-৩২৫-৩২৬-৩২৭-৩২৮-৩২৯-৩৩০-৩৩১-৩৩২-৩৩৩-৩৩৪-৩৩৫-৩৩৬-৩৩৭-৩৩৮-৩৩৯-৩৪০-৩৪১-৩৪২-৩৪৩-৩৪৪-৩৪৫-৩৪৬-৩৪৭-৩৪৮-৩৪৯-৩৫০-৩৫১-৩৫২-৩৫৩-৩৫৪-৩৫৫-৩৫৬-৩৫৭-৩৫৮-৩৫৯-৩৬০-৩৬১-৩৬২-৩৬৩-৩৬৪-৩৬৫-৩৬৬-৩৬৭-৩৬৮-৩৬৯-৩৭০-৩৭১-৩৭২-৩৭৩-৩৭৪-৩৭৫-৩৭৬-৩৭৭-৩৭৮-৩৭৯-৩৮০-৩৮১-৩৮২-৩৮৩-৩৮৪-৩৮৫-৩৮৬-৩৮৭-৩৮৮-৩৮৯-৩৯০-৩৯১-৩৯২-৩৯৩-৩৯৪-৩৯৫-৩৯৬-৩৯৭-৩৯৮-৩৯৯-৪০০-৪০১-৪০২-৪০৩-৪০৪-৪০৫-৪০৬-৪০৭-৪০৮-৪০৯-৪১০-৪১১-৪১২-৪১৩-৪১৪-৪১৫-৪১৬-৪১৭-৪১৮-৪১৯-৪২০-৪২১-৪২২-৪২৩-৪২৪-৪২৫-৪২৬-৪২৭-৪২৮-৪২৯-৪৩০-৪৩১-৪৩২-৪৩৩-৪৩৪-৪৩৫-৪৩৬-৪৩৭-৪৩৮-৪৩৯-৪৪০-৪৪১-৪৪২-৪৪৩-৪৪৪-৪৪৫-৪৪৬-৪৪৭-৪৪৮-৪৪৯-৪৫০-৪৫১-৪৫২-৪৫৩-৪৫৪-৪৫৫-৪৫৬-৪৫৭-৪৫৮-৪৫৯-৪৬০-৪৬১-৪৬২-৪৬৩-৪৬৪-৪৬৫-৪৬৬-৪৬৭-৪৬৮-৪৬৯-৪৭০-৪৭১-৪৭২-৪৭৩-৪৭৪-৪৭৫-৪৭৬-৪৭৭-৪৭৮-৪৭৯-৪৮০-৪৮১-৪৮২-৪৮৩-৪৮৪-৪৮৫-৪৮৬-৪৮৭-৪৮৮-৪৮৯-৪৯০-৪৯১-৪৯২-৪৯৩-৪৯৪-৪৯৫-৪৯৬-৪৯৭-৪৯৮-৪৯৯-৫০০-৫০১-৫০২-৫০৩-৫০৪-৫০৫-৫০৬-৫০৭-৫০৮-৫০৯-৫১০-৫১১-৫১২-৫১৩-৫১৪-৫১৫-৫১৬-৫১৭-৫১৮-৫১৯-৫২০-৫২১-৫২২-৫২৩-৫২৪-৫২৫-৫২৬-৫২৭-৫২৮-৫২৯-৫৩০-৫৩১-৫৩২-৫৩৩-৫৩৪-৫৩৫-৫৩৬-৫৩৭-৫৩৮-৫৩৯-৫৪০-৫৪১-৫৪২-৫৪৩-৫৪৪-৫৪৫-৫৪৬-৫৪৭-৫৪৮-৫৪৯-৫৫০-৫৫১-৫৫২-৫৫৩-৫৫৪-৫৫৫-৫৫৬-৫৫৭-৫৫৮-৫৫৯-৫৬০-৫৬১-৫৬২-৫৬৩-৫৬৪-৫৬৫-৫৬৬-৫৬৭-৫৬৮-৫৬৯-৫৭০-৫৭১-৫৭২-৫৭৩-৫৭৪-৫৭৫-৫৭৬-৫৭৭-৫৭৮-৫৭৯-৫৮০-৫৮১-৫৮২-৫৮৩-৫৮৪-৫৮৫-৫৮৬-৫৮৭-৫৮৮-৫৮৯-৫৯০-৫৯১-৫৯২-৫৯৩-৫৯৪-৫৯৫-৫৯৬-৫৯৭-৫৯৮-৫৯৯-৬০০-৬০১-৬০২-৬০৩-৬০৪-৬০৫-৬

□ **राष्ट्रपतिको कार्यालय**

साध्यात्र विद्याभालत्र शत्र

ভিতরের ১ পৃষ্ঠা	: ৪০০ টাকা
ভিতরের ২ পৃষ্ঠা	: ২৫০ টাকা
ভিতরের ৩ পৃষ্ঠা	: ১৫০ টাকা
ভিতরের বহির্ভাগ পৃষ্ঠা	: ৬০০ টাকা
ভিতরের প্রথম পৃষ্ঠা	: ৫০০ টাকা

RESERVE BANK OF INDIA

Press Relations Division.

Central Office,

Post Box-406

Bombay-400023

Gram : Reserve Bank

Fax : 2660358

PRESS

RELEASE

Dated : October 18, 1994

Changes in the Credit Policy in respect of

Primary (Urban) Co-operative Banks

In the light of the changes in the credit policy in respect of Scheduled Commercial Banks, the following changes in the lending and deposit rates as also the Selective Credit Controls for primary (urban) co-operative banks are announced by the Reserve Bank of India :

(i) Lending Rates

(per cent per annum)

Size of Credit Limit	Existing Rates		New Rates
	Term loans	All other advances	(Effective October 18, 1994) All advances (including term loans)
(a) Up to and inclusive of Rs. 25,000	14.0	14.0	13.0
(b) Over Rs. 25,000 and up to Rs. 2 lakh	14.0	15.0	13.5
(c) Over Rs. 2 lakh	14.0 (minimum)	15.0 (minimum)	Free

The Primary (Urban) Co-operative Banks would be required to obtain approval of their respective Boards of Directors for the prime lending rate which will be the minimum rate charged by the banks for credit limits of over Rs. 2 lakh. Each bank's prime lending rate would need to be declared and be uniformly applicable at all branches. At present, the effective interest rate on discounting of bills for borrowers in the category of over Rs. 2 lakh was stipulated at 1 percentage point below the lending rate charged to borrowers in this category : effective October 18, 1994, this stipulation stands withdrawn.

(ii) Savings Deposit Rates

Effective November 1, 1994, the savings deposit rate will be reduced by 0.5 percentage point from 5 per cent per annum to 4.5 per cent per annum. Accordingly, the revised interest rate structure for deposits other than Non-Resident External (NRE) deposits will be as under :

Category of account	(Per cent per annum)	
	Existing Rates	New Rates (Effective from November 1, '94)
Current	Not exceeding 0.5	Not exceeding 0.5
Savings	5.0	4.5
<u>Term Deposits</u>		
46 days to 3 years and above	10.0	10.0

It may be noted that primary (urban) co-operative banks may, at their discretion, continue to allow additional interest at a rate not exceeding 1 per cent per annum on Savings Account Deposits and not exceeding 0.5 per cent per annum on all term deposits of not less than 46 days.

(iii) Interest Rates on Deposits under
Non-Resident (External) Rupee
Accounts (NREAccounts)

The term deposit rate for NRE accounts for maturity of 6 months to 3 years and above would be reduced from "not-exceeding 10.0 per cent per annum" to "not exceeding 8.0 per cent" effective October 18, 1994. Further, effective November 1, 1994 the NRE Savings deposit rates will be reduced from 5.0 per cent to 4.5 per cent per annum. The new rate structure for NRE deposits will be as under :

Category of Accounts	Existing Rates	(per cent per annum)
		New Rates
Current	Nil	Nil
Savings	5.0	4.5
(Effective Nov. 1, 1994)		
Term Deposits		
6 Months to 3 years and above	Not exceeding 10.0	Not exceeding 8.0
(Effective October 18, 1994)		

(iv) Selective Credit Controls

Effective October 18, 1994, Selective Credit Controls are being abolished on paddy/rice ; for cotton and kapaas the margins are being reduced by 15 percentage points and the level of credit ceiling is being raised by 15 percentage points.

Sd/-
V. U. Sethumadhavan
P. Press Relations Officer

Press Release : 1994/95-255

জমাব্যয়ে জনশিক্ষা

জনপ্রিয় বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে সমস্যার আবেদান এক নতুন নিপুণতের সূচনা করেছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমস্যার ইউনিয়ন সমস্যার আবেদাননের প্রচেষ্টা ও প্রসারকল্পে বৃহত্তর পটভূমিকার নিয়োজিত করতে সক্ষম হয়েছে।

- * রাজ্যে ছয়টি সমস্যার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সমস্যার সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়।
- * সমস্যার সমস্য শিক্ষণ প্রকল্প অনুযায়ী সমস্যার সমিতির সদস্যদের ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
- * অডিও ভিসুয়াল পদ্ধতিতে সমস্যার বিষয়ক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।
- * প্রতি জেলায় সমস্যার সম্পর্কে আলোচনাচক্র, সন্মেলন, বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগিতা ইত্যাদি নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
- * গ্রামান্তরেও সমস্যার সম্পর্কে সন্মেলন, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা ইত্যাদি নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
- * সমস্যার বিষয়ক বিভিন্ন পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে।
- * সমস্যার আন্দোলনের সাহিত্যবাহিনী 'ভাষার' নিয়মিত পত্ন।
- * সমস্যার আন্দোলনের সংগঠিত সমস্যার শিক্ষা তহবিলে অর্থ আদায়ের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। সমস্যার সমিতিসমূহের কাছে অনুরোধ তারা যেন সমস্যার শিক্ষা তহবিলের প্রদেয় অর্থ স্থানীয় কেন্দ্রীয় সমস্যার ব্যাংক অথবা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমস্যার ব্যাংক সমস্যার শিক্ষা তহবিলে প্রদান করে দেন।

সমস্যার শিক্ষা তহবিল কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমস্যার ইউনিয়ন,

৪ নং বদাশ্রমবাসী রোড, ৪র্থ তল, কলিকাতা-১২ কর্তৃক প্রচারিত।

—পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমস্যার ইউনিয়নের প্রকাশিত বই—

বই-এর নাম	লেখক	বর্তমান মূল্য
১। ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড মাদ্রাস প্রান্ত কো-অপারেটিভ স	অমিত মজুমদার ও সত্য বাসাক	৪৫.০০
২। সমস্যার ও পরিচালিত উন্নয়ন (২য় সংস্করণ)	অশীম রায়	২৫.০০
৩। পশ্চিমবঙ্গ সমস্যার আইন ও প্রচেষ্টা বিধি (২য় সংস্করণ)	অমিত মজুমদার ও সুনীল মিত্র	১০.০০
৪। সমস্যার হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি (২য় সংস্করণ)	প্রবীণেন্দু লাহিড়ি ও অরুণ রেন্ডা	২০.০০
৫। অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ আইন, ১৯৮০ (নির্দেশিত)		
৬। অ্যান অ্যাপ্রোচেস অফ দি ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ হুস-১৯৮৭ (নির্দেশিত)		
৭। পশ্চিমবঙ্গ সমস্যার আইন ও নিয়মাবলী (২য় সংস্করণ)	অশীম রায়	৪০.০০
৮। রাজ্যের পুঁজিতে সমস্যার	নির্মল বসু	০.৭৫
৯। সেলসম্যান সহায়ক (অনুবাদ)	উষা চৌধুরী	৮.০০
১০। বি-অনলাইনসম্যান অফ হুসলা জোইন্ট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল	ডঃ ডি ডি রায়	৫৫.০০
১১। অ-কল্যান সমস্যারের মানা দিক	মণিকা পাণ্ডে	১২.০০
১২। পশ্চিমবঙ্গ সমস্যার আইন (১৯৮০) ভূমি		৮.০০
১৩। সমস্যার সমিতি নির্দেশন পদ্ধতি (নির্দেশিত)	ব্রজেন মজুমদার ও হুসলাবাল সানি	
১৪। সমস্যার বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচি	অশীম রায়	৫০.০০
১৫। সমস্যার আবেদন	অমিত মজুমদার	১০.০০
১৬। সমস্যার বাহিনী	—	১.৫০
১৭। ১৯৮০ সালের সমস্যার আইনের সংশোধন সংশোধনী		৭.০০
১৮। বিভিন্ন প্রকার সমস্যার সমিতি পদ্ধতি		

বাই ল (উপ-বিধি) ও এই সংশোধন সংশোধনী

প্রতি তালিকা ৬.০০

বইয়ের মূল্য বিভিন্ন পাঠ্য থেকে ডাকযোগে বই প্রেরণের ব্যবস্থা আছে। ডাক বর্তমান মূল্য। তাহাজ্জা রাজ্য সমস্যার ইউনিয়নের সিনিয়র অফিস কলিকাতায় প্রতি সাতের দিন ওটা পর্যন্ত বই বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।

